কমলেকামিনী

Acc. No. 10910
Date 18.2.97
Item No. B/B - 4068
Don. By

নাটক।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

Dun. – Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo ?
Sold. Yes ; as sparrows, eagles, or the hare, the lion.

Macbeth.

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

(গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত।)

কলিকাতা

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৪

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি-বিবিধ-
গুণরত্ন-মণ্ডিত-পণ্ডিতমণ্ডলীসমাদরতৎপর
রাজা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
সজ্জনপালকেষু

রাজন্,

আপনার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতই একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, ভবাদৃশ বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমাত্র অকৃত্রিম অমায়িকতাই এ অপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটী কারণ অনুভূত হয়; সেটীও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরাদ্বিতয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলেকামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনারে "কমলেকামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্ব ভাবের পরিচয় প্রদানমাত্র, ইতি

স্নেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা, মণিপুরের রাজা।

শীরভূষণ, ব্রহ্মদেশের রাজা।

সমরকেতু, মণিপুরের সেনাপতি।

শিখণ্ডিবাহন, ঐ সহকারী সেনাপতি।

শশাঙ্কশেখর, ঐ মন্ত্রী।

সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, ঐ সভাপণ্ডিত।

মকরকেতন, ঐ যুবরাজ।

বক্রেশ্বর, মকরকেতনের বয়স্য।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি, কবিরাজ, পারিষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, বাদকগণ, সৈনিকগণ, পদাতিকগণ, ইত্যাদি।

নারীগণ।

গান্ধারী, মণিপুরের রাজার মহিষী।

বিষ্ণুপ্রিয়া, ব্রহ্মরাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী।

সুশীলা, সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্ত্রী।

রণকল্যাণী, ব্রহ্মরাজের কন্যা।

সুরবালা,
নীরদকেশী } রণকল্যাণীর সখীদ্বয়।

ত্রিপুরাঠাকুরাণী, শিখণ্ডিবাহনের মাতা।

পুরমহিলাগণ, বালিকাগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

কমলেকামিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর—রাজসভা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু,
শিখণ্ডিবাহন, বক্রেশ্বর, পারিষদ্‌বর্গ আসীন—
সৈনিকগণ দণ্ডায়মান।

রাজা। নিপাত হবার আগেই পিপীলিকার পালখ উঠে। বঙ্গদেশাধিপতি মনে করেছেন, আমি জীবিত থাকৃতে তাঁর অপদার্থ বালক কাছাড়ে রাজত্ব করবে। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমারই হবে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত কর্বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ করলাম।

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জমিদার, তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে অতি উপযুক্ত পাত্র স্থির করে

শশা। মহারাজ, পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমায় বলে আসচেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপযোগী আয়োজন করে আসচি। পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্রপুঞ্জ, শিবির, বাহক—আমাদের সকলই প্রস্তুত; যদি যুদ্ধ করাই স্থির সংকল্প হয় তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় করতে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ করবেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেচেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরণ করেচেন, তখন যুদ্ধের বাকি কি? সমরানল সম্যক্ প্রজ্বলিত হয়েচে, বাকির মধ্যে আমরা রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটা মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করব। ব্রহ্মমহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্ সাহসে মণিপুর-মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয় আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিকশাবকবৎ বিনাশ করবেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তীপর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা-বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেচি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্টনরপতি সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হয়েচেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তিধারণ খেলা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বনাক্রমতুল্য লুসাইদিগের আক্রমণ রহিত করেচি,—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্মসেনার শোণিতস্রোতে পদ প্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয়, কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করাইব। মহারাজ, রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে শিখণ্ডিবাহন সহায় থাকলে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শঙ্কা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের

পদাতিকের ন্যায় সুশিক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাধিক্য আশঙ্কার কারণ বটে। সেনাপতি সমরকেতু কৌশলে অল্পতা পূরণ করবেন। মণিপুর অশ্বসেনা ভুবনবিখ্যাত, সংখ্যাও অধিক ; কিন্তু অশ্বসেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্ব্বত হতে বিংশতি সহস্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা আবশ্যক ; জনবল বড় বল,---

শিখ। সিংহরাজ কি শৃগালশ্রেণী দেখে ম্রিয়মাণ হয়? শার্দ্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য-দর্শনে সঙ্কুচিত হয়? খগপতি কি নাগকুলের সংখ্যাবলে ভীত হয়? মণিপুরের এক একটী সৈনিক ব্রহ্মদেশের এক এক শত সৈনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মনরপতির সেনার সংখ্যাধিক্য কোন প্রকারেই আমাদের আশঙ্কার কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ সেনাপতি সমরকেতু এবং দূরদর্শী সচিব শশাঙ্কশেখর পাঁচ বৎসর অবধি যে সমরায়োজন করেচেন, তাতে একটী কেন দ্বাদশটী ব্রহ্মাধিপতি নিপাত হতে পারে ; অতএব ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধিক্যে ভীত হওয়া নিতান্ত ভীরুতার কার্য্য। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু যদি বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন, আর আমি যদি দশ সহস্র অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সহায়তা করি, অনায়াসে ব্রহ্মাধিপতির অকর্ম্মণ্য গড্ডলিকা-প্রবাহ ঐরাবতীপ্রবাহে নিমগ্ন হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার শিরোধার্য্য। নাগাসেনা সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে। কিন্তু এটী যেন মহারাজের এবং সভাসদবর্গের প্রতীতি থাকে, আমি 'অধিকন্তু ন দোষায়' বিবেচনায় নাগাসৈনা সংগ্রহ অনুমোদন করচি, কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনাসংখ্যার অধিকতা আশঙ্কাবশতঃ নয়। আমি মুক্তকণ্ঠে অবিচলিতচিত্তে বলিতেছি, ব্রহ্মমহীপতির অপরিমেয় পদাতিক সংখ্যায় অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। যদি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্য আশঙ্কা করবার আবশ্যকতা হয়, তবে এইমাত্র আশঙ্কা করুন কাছাড়-যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির সৈনিকসংখ্যা অধিক বলিয়া ব্রহ্মদেশের বহুসংখ্য বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। শুনিলাম মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রৈণ ব্রহ্মভূপ আপনার শ্যালকে

কাছাড়ের রাজা করেচেন, শুনিলাম বর্ব্বার অপকৃষ্ট সেনাপতির পরামর্শে আমাদের দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরিত হয়েচে। আমার এই তরবারি দেখুন; এই তরবারি সেনাপতি সমরকেতু আমার অস্ত্রবিদ্যার নিপুণতার পুরস্কারস্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় দান করেচেন; বীর-শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন ভবানীপতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পূজা করিতেন, আমি তেমনি আমার গুরুদেবপ্রদত্ত এই তরবারির পূজা করিয়া থাকি; এই আরাধ্য তরবারির আশীর্ব্বাদে "ত্রাস" শব্দ আমার অভিধান হইতে উচ্ছেদ হয়েচে; এই তরবারি হস্তে করে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং পাপমতি সেনাপতিকে সমরে পরাজিত করে মণিপুরেশ্বরের শিবিরে জীবিত আনয়ন করিব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মূষিকশাবকটী তার দন্ত দ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি যদি বব্রুবাহনের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি সেনাপতি সমরকেতুর সুশিক্ষিত ছাত্র হই, আমি যদি মণিপুর মহীশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপতি হই, আমার এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব; প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিতে না পারি, আমার এই পূজনীয় তরবারিখানি আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে জলাঞ্জলি দিব। হে রাজ্যেশ্বর, বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, রণবাদ্য-সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভ যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করুন, ব্রহ্মাধিপতি অচিরাৎ শমনসদনে গমন করবেন।

কেমনে কৌরব-কুল-কুসুমলতিকা—
বিভূষিত বিকসিত-কুসুমনিকরে,
নবীন মুকুলে, নবঘনরুচি দামে—
পাণ্ডব-মাতঙ্গপদে হইল দলিত,
দেখাইতে পুনরায় দেব চক্রপাণি,
দর্পহারী পীতাম্বর, পাঠালেন বুঝি
দুর্ম্মতির দুষ্ট শিরে দুষ্ট সরস্বতী;

নতুবা নীচাত্মা কেন, দিয়া জলাঞ্জলি
ধর্ম্ম-আচরণে আর সুনীতি-পালনে,
পড়িছে পতঙ্গপ্রায়, জানি পরিণাম,
মণিপুর-পুরন্দর-অশনি-অনলে!
সাজ রে সমরে, ডঙ্কা বাজাইয়া তেজে,
তুলিয়ে অম্বরপথে বিজয়-পতাকা।
মণিপুর-পুরবালা কমলারূপিণী,—
কপোলে দুলিছে কিবা শ্যামল অলকা—
বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী,
লইয়ে মঙ্গল-ঘট, রঞ্জিত সিন্দুরে,
পরিপূর্ণ পূত জলে, মুখে আম্রশাখা,
স্থাপন করিবে, দিয়ে শুভ উলুধ্বনি,
বিনোদ-বেদিতে গঠা পবিত্র কর্দ্দমে,
সাধিতে সংগ্রামে হিত মঙ্গল বিজয়।
বীরবালা-ফুলমালা ধরিয়ে মস্তকে,
নমস্কার পূর্ণ কুম্ভে করি ভক্তিভাবে,
কর যাত্রা বীরদল, অরাতি-দলনে।
সুরঙ্গে তুরঙ্গসেনা,—অটল আসনে,
ছুটিছে তুরঙ্গ তবু মাটী কাঁপাইয়া,
উঠিছে ভূধরে বেগে যেন বিহঙ্গম,
পশ্চাতে কেমন, ঘনে ক্ষণপ্রভাপ্রায়,
নলকে অনলকণা, নালে শিলাবাজি,
গজিয়াছে বাজিপৃষ্ঠে বুঝি বীরবর,—

চালাইব রণস্থলে, করে ধরি জোরে
তেজঃপুঞ্জ তরবারি কুলিশবিশেষ।
সমরে শিক্ষিত অশ্ব করি সঞ্চালন,
মহীলতাসম শত্রু করিব দলন।
বিফল বিলম্ব আর করা বিধি নয়,
উদ্যমে অর্দ্ধেক কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ হয়।
মণিপুর ধর্ম্মধাম সত্যের আলয়,
জয় জয় মণিপুর-ভূপতির জয়।

সকলে। (করতালি দিয়া) মণিপুরভূপতির জয়।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন, তুমি চিরজীবী হও, তোমার আশ্বাস-বাক্যে আমার আশা শতগুণে উত্তেজিত হল, তোমার সাহসে আমি সাতিশয় উৎসাহিত হলেম। মণিপুর-রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি হার যদি অন্দর হইতে অপহৃত না হইত—(দীর্ঘনিশ্বাস)—আমি আজ্ সেই গজমতি-মালা তোমার গলায় দিয়ে, আমি যে তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করি তাহা প্রমাণ করিতাম। আমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করচি কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব, হিড়িম্বা দেশাধিপতির রাজমুকুট তোমার সুরেশ-সুলভ-শিরে সুশোভিত হবে। আমার আর কিছুমাত্র বক্তব্য নাই—একমাত্র জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদি-সম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর—মকরকেতনের কেলিগৃহ।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যাগণের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড়-রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাক্‌লে সমরে দ্বিগুণ বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া,—

বক্কে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বক্কেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বক্কে। অদ্বিতীয় হতেম কি না বুঝ্‌তে পাত্তেন্, যদি ধরে বস্‌বের কিছু থাক্‌ত।

শিখ। কোথায়?

বক্কে। ঘোড়ার পিঠে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বক্কে। কাজে কাজেই;—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম, মহাশয়, যদি আমাকে অশ্বসেনাভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন যাহা ছুটিবার সময় দুই হাতে দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন্ আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না?

বক্কে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি?

বক্কে। গোঁফ।

মক। তা বুঝি সেনাপতি দিলেন না।

বক্কে। সেনাপতি বল্লেন, একজনের জন্য গোঁফের সৃষ্টি করা যেতে পারে না। সেনাপতি মহাশয়ের সেটা ভুল, কারণ, আমার মত একজন একটা কটক। সে সময় যদি গোঁফের সৃষ্টি করতেন, আজ্ আমি কত কাজে লাগ্‌তেম, তিনি রণস্থলে আর একটী শিখণ্ডিবাহন পেতেন।

মক। ঘোড়া থেকে কত বার পড়েচ?

বক্কে। যত বার চড়িচি। আমার হাড়গুলো জোড়া পল্কা, এক এক বার পড়িচি, আর এক এক-খান হাড় পাকাটীর মত মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গিয়েচে। যার ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার আছে, সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক।

প্র, বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত?

বক্কে। বর্ম্মার রাজা সপরিবারে এসেচেন বলে আমাদের মহারাজও সপরিবারে গমন করবেন স্থির করেচেন, সুতরাং আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে, কারণ, আমি না গেলে পুরস্ত্রীদিগের শিবির রক্ষা করবে কে?

প্র, বয়। তুমি মেয়েদের শিবিরেই থাক্‌বে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না।

বক্কে। আমার আবার সাহস হবে না, আমি কি কম পাত্র? আমি কি সামান্য যোদ্ধা? আমি নিজে লড়াক, লড়াকের বংশে জন্ম। যে দিন শুন্‌লেম বর্ম্মার রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি অহোরাত্র রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছি, রণসজ্জায় ভ্রমণ করি, রণসজ্জায় আহার করি, রণসজ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি আমাদের লিপি অমান্য করেচেন, তখন আমার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বহ্ন্যাবিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগ্‌ল, আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগ্‌ল, আমার দন্ত-কড়মড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনার গর্ভসঞ্চার হইয়া সেই দণ্ডেই গর্ভপাত হইতে লাগ্‌ল। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি শালাবাবুকে কাছাড়াধিপতি করেচেন, তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগ্‌ল এবং ইচ্ছা হইল

এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাণিগ্রহণ করে শালাবাবাজীর মস্তকটা হস্ত দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যখন শুনলেম, বর্ম্মার সেনাপতি আমাদের দূতের হাতে একটা মরা ইন্দুরের বাচ্চা পাঠিয়েচে, তখন আমার কেশদাম সজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং আপাততঃ যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্যাতনহেতু কদলীবনে গমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা একটী কদলী বৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলাম। আমার হস্তে এই যে দীর্ঘকায় অসিলতা দেখ্‌চেচেন, এখানি যুবরাজ মকরকেতন আমার কলার দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ আমাকে দান করেচেন। এই অসিলতার মহিমায় আমি মোদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি; এই অসিলতার মহিমায় গোপাঙ্গনারা আমার উদর-পরিমাণ ঘোল দান করে; এই অসিলতার মহিমায় পুরমহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং রাধাসরোবর-রসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভালবাসেন। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালাবাবুর কেশাকর্ষন করে বলিব হে শ্যালককুলতিলক, তুমি রাণী আবাগীর আনুকূল্যে রাজত্ব গ্রহণ করিও না, কারণ, তা হলে রাণীর সহিত তোমার সম্পর্ক ফিরে যাবে, যেহেতু শাস্ত্রের বচন এই 'স্ত্রীভাগ্যে ধন, আর স্বামিভাগ্যে পুত্র'। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই ব্রহ্মদেশীয় পামর সেনাপতিকে রণে পরাজিত করে তার প্রেরিত মরা ইঁদুরের বাচ্চাটী তার নাসিকায় নোলক ঝুলাইয়া দিব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি, অসিলতাখানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাচী ধোপানীর চরকার টেকো গড়াইয়া দিব।

মক। বাহবা বক্রেশ্বর, বেশ্ প্রতিজ্ঞা করেচ; কে বলে বক্রেশ্বরের বীরত্ব নাই। আমি বক্রেশ্বরকে সহস্র সৈনিকের সৈনাধ্যক্ষ করে সমভিব্যাহারে লব।

বক্রে। সে দিন আমি রাজসভায় ছিলেম বীর পুরুষদের গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মুখে রা ছিল না।

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রহ্মাধিপতি অকারণ আমাদিগের যে

অবমাননা করেচেন তাহাতে বক্কেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্লে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বক্কেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সকল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্রধরা সার্থক।

দ্বি, বয়। যুদ্ধযাত্রার আর বাকি কি?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা কল্লেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিলে তবে আমি যাত্রা কর্‌ব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা, আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি, তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েচে, সে আমায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমার মনকে বায়াম্ন পেঁচে বেষ্টন করেচে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লে; তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেচ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্যসুখে এত কাল যাপন কল্লে, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেচ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচী, আর তুমি যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বকে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পণ, আর রাখার পর দেড় দিস্তে।

মক। বক্কেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বকে। যথার্থ কথা বল্লে আপনি ত রাগ করেন না।

তৃ, বয়। রাজা রাজড়ার স্ত্রীসত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়,—

জায়ার যৌবন-ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি খোসামুদে কথা শুন্‌তে চাই না; প্রমাণ করে দাও, শৈবলিনীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।

শিখ। শৈবলিনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত সকলই দুষ্কর্ম্ম। বারস্ত্রীকে স্ত্রী বলা সাধারণ মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব ভাল, কেবল একটী দোষ;—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, তোমার দেশহিতৈষিতা দেখ্‌লে তোমাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখ্‌লে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌তে ঘৃণা করে। তোমার লোকভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই তুমি এমত পাপাচরণে রত হয়েচ।

মক। দাদা, তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, সেইজন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতাদুর্ল্লভ সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েচ। আমাগত শৈবলিনীর জীবন; শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। ঠাকুরাণী আস্‌চেন।

মক। আসুন, উপযুক্ত সময় বটে, তাঁর পক্ষ বীরেরা উপস্থিত।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বক্রে। কিন্তু আপনি অতিশয় পক্ষপাত করচেন।

মক। বক্রেশ্বর, তুমি আর বাতাস দিও না।—দাদা, সুশীলা তোমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করে, তুমি সুশীলাকে বুঝাইয়ে বল আমাকে আর জ্বালাতন না করে।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। (শিখণ্ডিবাহনের প্রতি) দাদা, আমি আপনার কাছে এলেম।

শিখ। সুশীলা, তোমায় অনেক দিন দেখি নি; তোমার ত সব মঙ্গল?

সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদুঃখিনী করেচেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল কি। সতীর সর্ব্বস্বনিধি স্বামিরত্নে বঞ্চিত হয়ে আমি জীবনমৃত

হয়ে আছি, যুবরাজ আমার ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমনি হয়েচেন আমার ছেলেটীকেও আর স্নেহ করেন না।

মক। যত পার বল, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্‌ব না।

সুশী। যুবরাজ মায়ের প্রতি যে কটু ভাষা ব্যবহার করেচেন, রাণী তাতে মনোদুঃখে মলিনা হয়ে রয়েচেন; সে কটু ভাষা মুখে আন্‌লেও পাপ আছে। আপনি আমার সহোদর, আপনার কাছে সকল কথা বলে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিঞ্চিৎ দূর করি। যুবরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্নজল ত্যাগ করেচেন; কত বুঝালেন, "এমন কর্ম্ম কখন করো না, কলঙ্কে দেশ ডুব্‌ল, আমার মাতা খাও, মহাপাপ থেকে বিরত হও"। যুবরাজ উত্তর দিলেন "আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব, আমায় রাগত করো না; পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হবে না ত কি পুণ্যাত্মার জন্ম হবে।"

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।

সুশী। সেই অবধি রাণীর দুই চক্ষে শত ধারা পড়্‌চে; বল্‌চেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেচে। রাণী ত্বরায় শক্ত রোগে অভিভূত হবেন; কারণ, তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই, নিদ্রাও নাই। আমার যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, বরং নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর্‌তে পার্‌বেন; কিন্তু মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্ত্তব্য।

শিখ। মকরকেতন, তুমি কি অপরাধে এমন সতী লক্ষ্মী ধর্ম্মপত্নীর অবমাননা কর, আমি বুঝ্‌তে পারি না।

মক। উনি বড় বানান কর্‌তে ভোলেন।

সুশী। ও দোষটী যুবরাজেরও আছে।

মক। কিন্তু শৈবলিনীর নাই।

শিখ। তুমি সুশীলার সমক্ষে সে দুঃশীলার নাম উচ্চারণ করো না।—বেটীর যেমন রূপ তেমনি স্বভাব।

বকে। পা দুখানি পিঞ্জরের শলা।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান-শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব-শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চূড়ী চন্দ্রহার পরাবার একজন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চ, বয়। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সার্ব্বভৌম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন, তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিচি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা, আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত করতে পারেন, আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই?

বক্কে। এক উপায় আছে, কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ্ ত তোমাদের সপ্ত রথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্ব্বিনীত পতিতের দুরাচারে দশম দশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন,—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন;— অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিনবদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘ নিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বনবরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।

পরিশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন। একদা স্বামী যেমন স্বৈরিণী-বিহারে গমন কর্‌চেন, ভামিনী অমনি স্বামীর কেশাকর্ষণ করে স্বামিপদমুক্তপাদুকা-গ্রহণানন্তর পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশটী প্রচণ্ড আঘাত প্রদান কর্‌লেন। স্বামী বল্লেন "কল্যাণি, তুমি সাধ্বী, তুমি আমার চরিত্র সংশোধন করে দিলে; আমি আর যাব না, যার জন্যে যাই তা ঘরে বসে প্রাপ্ত হলেম"। পাদুকা ঔষধ বড় ঔষধ, যদি সেবন করাবার বৈদ্য থাকে।

মক। এরূপ সাহস অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন। এ সাহস সুশীলার হয় না, কিন্তু শৈবলিনীর হতে পারে।

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা যুবরাজকে বুঝায়ে বলুন, আর কলহ বৃদ্ধি না করেন।

[প্রস্থান।

শিখ। তুমি সে কলঙ্কিনীকে পরিত্যাগ না কর নাই কর্‌বে, কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও না।

মক। সে যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ, তার বিরহে আমার যে পক্ষাঘাত। দাদা, প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জান্‌লে না, কেবল তলোয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।

বকে। শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন, তখন ওঁরাকে চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌তে হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আর ত মিল্‌বে না।

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা পড়েচেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধ হয় পরিণয়-কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।

শিখ। স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি-সূর্য্যপ্রভা পাবামাত্র বিকসিত হয়।

একজন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। মহারাজ আপনাদিগকে ডাক্‌চেন।

বকে। বোধ হয়, আমাকে মহিলাদের শিবির-রক্ষায় ভার দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির।

বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঙ্গলঘট কক্ষে সুশীলা, সিন্দুরচন্দন ধান দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুলাধার হস্তে ত্রিপুরাঠাকুরাণী, এবং কুসুমমালা ও শঙ্খ হস্তে করিয়া অপর পুরমহিলাগণের প্রবেশ।

গান্ধা। ধূপ ধূনা কুসুম চন্দনের গন্ধে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির আজ আমোদিত হয়েছে। লক্ষ্মীজনার্দ্দন যেন প্রফুল্ল মুখে আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর্চেন, আর বল্চেন নির্ভয়ে কান্দাহার যুদ্ধে যাত্রা কর।

ত্রিপু। মা, সকলের আগে মঙ্গলঘট স্থাপন করুন।

গান্ধা। সুশীলা, তুমি মঙ্গলঘট স্থাপন কর।

ত্রিপু। কি সুন্দর বেদি নির্ম্মিত হয়েছে, কি চমৎকার আল্পনা দেওয়া হয়েছে, না জানি কোন্ কলাবতীর এ শিল্পনৈপুণ্য?

সুশী। রাজবালার।

ত্রিপু। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চোকে পড়ে না। কেন যে আমার শিখণ্ডিবাহন রাজবালাকে বিয়ে কর্তে অমত কল্লেন, তা কিছুই বুঝ্তে পারি না।

সুশী। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজ নয়ন যার, তাকেই সহধর্ম্মিণী কর্বেন।

গান্ধা। রাজবালার চক্ষু দুটী একটু ছোট।

ত্রিপু। সুশীলা, পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্বে? বেদিতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন কর।

সুশী। বীর পুরুষেরা অসিচর্ম্ম ধারণ করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ কর্তে পারেন, আর বীরাঙ্গনারা মঙ্গলঘট কক্ষে করে ক্ষণ-কাল দাঁড়াতে পারে না।

[সুশীলার মঙ্গলঘট-স্থাপন, শঙ্খবাদ্য, উলুধ্বনি।

সকলে। (তিন বার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিন বার মন্ত্রপাঠ)

তলোয়ার-ফলাকা লক্ লক্ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,
মরে শত্রু, হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ—নেপথ্যে রণবাদ্য।

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথের নাথ। হে ভক্তবৎসল ভগবন্, তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতিদল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ কর্লাম, অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয়পতাকা উড়াইয়ে রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী, আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রুহননে বল দান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

মুন্সী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়াননজননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন, আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি-সহকারে তোমার আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি, ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর; হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ, তুমি যেমন ভক্তবৎসলতাপরবশ সমরপ্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও; হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ্ উদ্ধার মধুসূদন, তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ) তুমি যেন—(শিখণ্ডিবাহনের ললাট-অবলোকন) তুমি যেন সমরে ষড়াননের ন্যায়—(ললাট-অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

মুন্সী। ধর ধর।

[ত্রিপুরাঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েচে।

[মুখে জলদান, অঞ্চল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন।

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা,—মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস) "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম"।

রাজা। মহিষী কি বলচেন?

মুন্সী। মা, সুস্থ হয়েচেন? বলচেন কি?

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি, তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান, বরণডালা-

গ্রহণানন্তর শিখণ্ডিবাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহুবলে রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

রাজা। গান্ধারি, তোমার হাত কাঁপ্চে, তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব করো না, গৃহে যাও।—শিখণ্ডিবাহন, তুমি ফুলমালা ধান দূর্ব্বা গ্রহণ কর, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

শিখ। যে আজ্ঞা। (ফুলমালা, ধান, দূর্ব্বা গ্রহণ।)

[রাজা, সমরকেতু এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

গান্ধা। বাবা মকরকেতন, তুমি পুত্র হয়ে আমাকে পাপীয়সী বল।

মক। তুমি আমায় রাগাও কেন?

গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মার মনে বড় ব্যথা জন্মে।

মক। বাবা ত আমায় কিছু বলেন না।

গান্ধা। কিন্তু আমায় রত্নগর্ভা বলে উপহাস করেন।

মক। মা, তোমার মুখ অতিশয় মলিন হয়েচে, তুমি এখন আমার বিষয় চিন্তা করো না, তাতে আরো অসুস্থ হবে।

গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেচ, তখন তোমার বিষয় চিন্তা করে ছিলেম, এখনও তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌চি, আর তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌তে কর্‌তেই আমার মরণ হবে। এই ত মর্‌তে পড়েছিলেম।

মক। সে কি আমার জন্যে?

গান্ধা। আমার আর কে আছে?

মক। একটী পালিত পুত্র।

গান্ধা। পালিত পুত্র কে?

মক। হিংসা,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই।

গান্ধা। আমি কার কি দেখে হিংসা কর্‌ব?

মক। রাজদণ্ড।

ত্রিপু। না বাবা, অমন কথা বলো না, মহিষী আমার শিখণ্ডিবাহনকে বড় ভালবাসেন।

গান্ধা। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে।

মক। তা থকুক, কিন্তু আমি তোমার মত হিংসুটে নই। আমি বাবার মত সরল, তাই শিখণ্ডিবাহনকে দেবতার মত পূজা করি।

ত্রিপু। না, আপনি পাগলের কথায় কাণ দেবেন না।

গান্ধা। আমার কর্ম্মাস্থির ভোগ।

[সুশীলা এবং মকরকেতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুশী। তোমার কথাগুলি বড় তেত।

মক। কিন্তু সত্য

সুশী। সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।

মক। সেটী আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

সুশী। কেবল শৈবলিনী তোমার স্বভাবসিদ্ধ।

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ কল্লে?

সুশী। পাগল হবার পূর্ব্ব লক্ষণ; এত দিন হই নি এই আশ্চর্য্য।

মক। তুমি আমার গলায় মালা দিলে না?

সুশী। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি, আর দিতে সাহস হয় না।

মক। জ্ঞানবান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার যে প্রশংসা করে, বোধ হয়, আমি তোমায় চিন্তে পারচি না।

সুশী। আগে চিন্‌তে, এখন ভুলে গিয়েচ।

মক। আজ্ তুমি মনে করে দিলে।

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি, কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণশক্তিটী বড় দুর্ব্বল।

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা দিয়ে সবল করে দাও।

সুশী। পতিরতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
জীবন-ধারণ-পন্থা একমাত্র যার
আনন্দ-ভাণ্ডার-পতি-মুখ-দরশন—
নিপতিতা হয় যদি, ছিন্ন লতা প্রায়,
দৈবের বিপাকে, নিজ কপালের দোষে,
পতি-অনাদর-রূপ জ্বলন্ত অনলে,

কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ-হৃদয়ে করে দিবা-বিভাবরী,
যে জেনেচে সেই বিনা কে বলিতে পারে ?
পূর্ণিমায় অন্ধকার ; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ-মুখে মরে পিপাসায় ;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য-মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী,
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ-আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতী-জীবন-পতি সংসারের সার ;
এ বার এ কান্তনিধি একান্ত আমার। [মালাদান।

মক। সুশীলা, তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি হয়েচেন, তখন সত্বরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে ?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা-প্রলাপ। [সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি শুন্‌ছিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাক্‌তে ভালবাসি, কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্লেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেচে ;—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিণী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বক্রেশ্বর বক্রচূড়ামনি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।
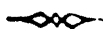
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রাজপথপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। দেখ ভাই, আমি কেমন ছাদের উপরে রাজসভা সাজিয়েছি। রাজকন্যা বল্লেন আমরা এক তালার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখ্‌ব, আমি তাই ছাদের উপর বিছানা করে একখানি সিংহাসন স্থাপন করিছি।

সুর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন কর্‌লেই হয়।—মণিপুর-রাজার কত তাঁবু দেখিছিস্, যেন রাজহংসগুলি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েচে; ঘোড়্‌সওয়ারই বা কত!

নীর। মহারাজ বল্‌ছিলেন মণিপুরের রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুটিয়েচে, তখন যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

সুর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ আরম্ভ হয়েচে।

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, দোতালার ছাদে গেলে হত।

সুর। সে খানে রাণী আছেন, রাজকন্যা তাই সে খানে যেতে চান না। রণকল্যাণীর নবীন বয়স্, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত্ দিন রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখ গুঁজড়ে বসে থাক্‌তে পারে।

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চক্ ভাই কখন দেখি নি,—কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর; কে যেন কাণপর্য্যন্ত তুলি দিয়ে টেনে দিয়েচে; শাস্ত্রে যে বলে "ইন্দীবরাক্ষী", রণকল্যাণী আমাদের তাই।

পুরমহিলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। কি লো সুরবালা, কি যেন বল্‌বি বল্‌বি মত মুখখানা করে রইচিস্ যে।

সুর। তোমারি কথা হচ্ছিল।

রণ। আমার কি কথা?

সুর। তোমার চকের কথা।

রণ। আমার চকের মাতাটী খাচ্ছিলে বুঝি?

নীর। বালাই, আমরা কি তোমার চকের মাতা খেতে পারি?

সুর। এ কি মাচের চক্?

রণ। তবে কিসের চক্?

সুর। ঠার্‌বের।

রণ। তবে তোমায় ঠারি।

সুর। আমায় কেন?

রণ। তবে কাকে?

সুর। যার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পাত্র কই?

সুর। দেবীপুরের রাজপুত্র।

রণ। মদ্যপায়ী।

সুর। কুণ্ডলার যুবরাজ।

রণ। শেয়াল মারতে হাতি চায়।

সুর। বীরনগরের বীরেশ্বর।

রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

সুর। মৈনাকবাসের নবীন রাজা।

রণ। শস্ত্রধারণে সতীলক্ষ্মী।

সুর। বনপাশের বিজয়।

রণ। জয়দেবের আততায়ী।

সুর। ময়ূরেশ্বরের মুক্তারাম।

রণ। পেটের ভাঁজে ইঁদুর থাকে।

সুব। তোমার কপালে বর নাই।

রণ। এ বর মন্দ নয়।

প্র, পুর। রাজার মেয়ে, কত বর জুট্‌বে।

সুর। যৌবন যে যায়,
তাকে আট্‌কে রাখা দায়;
সোণার শেকল, লোহার খাঁচা,
এর বেলাটী বিষম কাঁচা।
যৌবন জোয়ারের জল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঢলাঢল,
নাব্‌লে বারি রয় না আর;
ফুট্‌লে কলি ফক্কিকার।

রণ। মনে যৌবন যার,
ভাবনা কোথা তার?
মাতায় পাকা চুল,
খোঁপায় ঘেরা ফুল।
এক একটী দন্ত খসে,
প্রেম-লতাটী গজিয়ে বসে।
কাল যদি যায় মনের সুখে,
মধুর হাসি শুক্‌ন মুখে।

সুর। থাক্‌তে বেলা, নবীন বালা
প্রেম-বাজারে যায়;

গেলে কুড়ি, থুবড় বুড়ী,
কেউ না ফিরে চায়।

রণ। মনের মণি, গুণমণি,
মনের দিকে মন,
সমান বলে, সকল কালে
সুখ-সাধনের ধন।

[প্রাসাদতলস্থ রাজপথ দিয়া সৈনিকগণের গমন।

ধি, পুর। আজ্ কত সৈনিক যে যাচ্চে তা গণে সংখ্যা করা যায় না।

রণ। (সিংহাসনে উপবেশন এবং সৈনিকগণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ) আমাদের সৈন্য কেমন সুসজ্জিত হয়েচে, যেন দেবতারা তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন! পুরুষ হওয়ার চাইতে আর সুখ নাই।

নীর। শত শত পুণ্য কল্লে তবে পুরুষ হয়।

সুর। মেয়েদের পদসেবা কর্‌বের জন্যে।

রণ। সেও যে একটা সুখ।

সুর। সে সুখভোগ ইচ্ছে কল্লে কর্‌তে পার।

রণ। কেমন করে?

সুর। নির্জ্জনে বসে "প্রাণপ্রেয়সী" বলে আপনার টুকটুকে পা দুখানিতে হাত বুলাও।

রণ। আমি ত পুরুষ নই।

সুর। খাবার সময় গরস ছোট কর।

রণ। তা হলেই বুঝি পুরুষ হল?

সুর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের অনুরোধে নতপরা ছেড়ে দিয়েচে।

রণ। তোমার মুণ্ডু।

প্র, পুর। পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখাযায়।

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগ্‌ড়ি, কোমরে কিরিচ্, হাতে তলোয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়, আমার বড় হিংসে হয়।

অশ্বারোহী সৈনা অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোকদিগের সৈনিক হবার রীতি থাক্‌ত, আমি একটী প্রবল বামাসৈনা সঙ্কলন করতেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

সুর। কি হতে?

রণ। সেনাপতি।

সুর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিণ্ডি। আমি কি ভাই, মন্দ বল্‌চি; আমরা পুরুষ দের চাইতে কিসে কম, আমরা পুরবীর পেটে ধরতে পারি, আর পুরবীরের মত অস্ত্র ধরতে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে; যে খানে বলে না পারি, সে খানে কৌশলে সারি। বল্‌তে কি, আমার ভাই, ইচ্ছা কচ্চে, এই দণ্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচার-বিরুদ্ধ বলে লোকে দুষ্‌তে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখ্‌তে পাবে না।

সুর। বামাসৈন্যের একটী বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

সুর। কখন কখন ঘোড়াগুল দম্ ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠ্‌বে, আর কচ্ছপের মত চলতে থাক্‌বে।

রণ। কখন্?

সুর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাকটী কেটে করি কুচিকুচি।

[নাসিকা-ধারণ—হস্ত হইতে পদ্মফুলের মালা পতন।

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে?

রণ। পাপ্‌লেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটী দেবে কাকে?

রণ। যাকে বিয়ে করব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার্ মেনে হাল্ ছেড়ে দিয়েচেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরলস্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্র, পুর। দুটী অশ্বসৈনিক এই দিকে আস্‌চে;—ও বাবা! এমন বেগে অশ্বচালান ত কখন দেখি নি, আকাশ হতে যেন দুটী তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত, কিছু ত চেনা যাচ্চে না, কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে; ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

[রাজপ্রাসাদতলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান—শিখণ্ডিবাহন অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান।

সুর। আমাদের সেনাপতি মহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি?

সুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ! সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল উটী কে?

দ্বি, পুর। বোধ হয় মণিপুর-রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

রণ। যিনি ঘোড়া চড়ে নদী পার হন।

সুর। বয়স্ ত অধিক নয়।

রণ। কি চমৎকার চুল!

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে সেনাপতি পরাজিত হলেন।

প্র, পুর। পরাজিত হবেন কেন, বোধ হয় কৌশল করে অবোধ শত্রুকে আপন কোটে নিয়ে এলেন।

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ করেচে, ও সৈনিকটী অবোধ নয়; ও আপন বীরত্বে নির্ভর করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেচে, —

সুর। আবার এই দিকে আসচে।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি এবং শিখণ্ডি-
বাহনের প্রবেশ এবং যুদ্ধ।

শিখ। একে বলি বীরত্ব, সম্মুখ-যুদ্ধ কর; পলায়ন করা কি সেনাপতিকে সাজে?

ব্রহ্ম-সেনা। তুমি অতি শিশু, তোমায় বধ কর্‌তে আমার মায়া হয়।

শিখ। শিশুর হাতে পুতনা বধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম-সেনা। তবে রে পামর, ছোট মুখে বড় কথা, এই তোমার শেষ।

[অস্ত্রাঘাত—শিখণ্ডিবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা।

শিখ। তোমার প্রাণে মারা আমার অভিপ্রায় নয়। যদি পারি, তোমায় জীবিত পরাজিত কর্‌ব। দেখ দেখি, হার্ মান কি না।

[অস্ত্রাঘাত।

ব্রহ্ম-সেনা। বীর পুরুষ, স্থির হও, আমি নিরস্ত্র হলেম। (তরবারি পতন) সহকারী সেনাপতি, তুমি ধন্য, আমার প্রাণ যায়, আমি মলেম।

কামিনীগণ। পড়্‌লেন যে, পড়্‌লেন যে!

শিখ। আমি থাক্‌তে বীর পুরুষ ভূমিশায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্ম-সেনাপতিকে আপনার অশ্বে লইয়া বগলে ধারণ।)

ব্রহ্ম-সেনা। জল না খেয়ে মরি, জল—জল; ছাতি ফেটে গেল।

শিখ। পিপাসা হয়েচে। (দন্তে বল্গা-ধারণানন্তর জিনের ভিতর হইতে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র বাহির করিয়া সেনাপতির মুখে ধারণ—সেনাপতির জলপান।—রণকল্যানীর হস্ত হইতে পদ্মের মালা শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে পতন।)

স্থর। ঠিক পড়েচে।

শিখ। (গলায় মালা-ধারণ,—রণকল্যাণীর মুখাবলোকন,—উষ্ণীষপতন)

ইন্দীবর-বিনিন্দিত বিশাল নয়ন

মুখ-সুখ-সরোবরে ভাসিছে কেমন !

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপতিকে লইয়া প্রস্থান।

নীর। ও বাবা! এমন জোর ত কখন দেখি নি, সেনাপতি মহাশয়কে কচি খোকার মত নিয়ে গেল।

প্র, পুর্। পদ্মের মালা যেমন অবলীলাক্রমে নিয়ে গেল, সেনাপতি-কেও তেমনি।

স্থর। দুটী জিনিস্ নিয়ে গেল, না তিনটী ?

নীর। দুটী।

স্থর। তিনটী।

দ্বি, পুর। তিনটী কই ?

স্থর। সেনাপতি, কমল-মালা, আর একজনের কোমল মন।

রণ। কার লো ?

স্থর। যার মনে মন নাই।

রণ। তোমার মুখে ছাই।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, সৈ। সেনাপতির বোধ হয় মৃত্যু হয়েচে।

দ্বি, সৈ। তা হলে কেবল মাতাটা কেটে নিয়ে যেত।

প্র, সৈ। আজ্‌কের যুদ্ধে আমাদের হার্ বল্‌তে হবে।

দ্বি, সৈ। কেন, সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েচে, তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ করব।

প্র, সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটী এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌চে।

দ্বি, সৈ। ঘোড়াটী নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা, পাগ্‌ড়িটা কুড়িয়ে দিতে বল।

সুর। ও গো, ঐ পাগ্‌ড়িটা তুলে দাও।

প্র, সৈ। দুঃখের বিষয়, মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগ্‌ড়ি ফেলে গিয়েচেন, যাতে পাগ্‌ড়ি থাকে সেটী ফেলে যান নাই।

[শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষ-প্রদান।

রণ। (উষ্ণীষ-ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ!

রণ। সোণার চুমকিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেচে; আমি এরূপ পারি।—ও সুরবালা, মণিপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেচে দেখ্।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস—হস্ত হইতে উষ্ণীষ-পতন)

[চঞ্চলচরণে প্রস্থান।

প্র, পুর। যুদ্ধে হার্ হয়েচে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েচেন।

নীর। চক্ দুটী ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি, পুর। তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার্ হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ্ হার্‌লেম, হয় ত কাল্ জিৎব। রণকল্যাণীর চক্ষে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্ না ভাই?

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

নীর। সুশীলা কে?

প্র, পুর। বোধ হয় ঐ ছোঁড়ার মাগ।

দ্বি, পুর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগমুখো, তাই মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে কথায় বলে

'মাগ্ মাগ্ মাগ্
মাগ্ মাতার পাগ্।'

ছোঁড়া কাজে তাই করেচে।

রণকল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ।

রণ। সুরবালা, বল্ দেখি, আমি কোথা গেছিলুম?

সুর। চক্ মুছ্তে।

রণ। তুই পাগ্‌ড়িটা নিয়ে আয়্।

সুর। সুশীলা হয় ত শিল্পকারের বউ, পাগ্‌ড়ি বেচে খায়।

রণ। তুই তার কাছে একটা পাগ্‌ড়ির বায়না দিস্।

সুর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়।

সাগর-তলে রতন রয়,
সুখের পথটা সহজ নয়।
হাতীর মাতায় মুক্তা থাকে,
বার্ করে লয় মানুষ তাকে;
যত্নে পড়ে বনের পাকী;
চেষ্টা কল্লে না হয় কি?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার কক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রবেশ।

বিষ্ণু। ছোট রাণী আমাকেও খেলে, রাজ্যটাও খেলে। ছোট রাণীর কুহকে যদি না পড়তে, এমন সর্ব্বনাশ হত না।

বীর। সর্ব্বনাশ কি?

বিষ্ণু। রণে পরাজয়।

বীর। সেনাপতি পরাজিত হয়েচেন বলে কি আমি পরাজিত হলেম? সেনাপতির সহোদরকে সেনাপতি করেচি।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে যে ধরে নিয়ে গেচে, সে বেঁচে থাকতে যুদ্ধে জয় হবে না।

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রহিত করবের প্রস্তাব করিচি। আমি মণিপুরের রাজাকেও ভয় করি না, তার সেনাপতিদিগকেও ভয় করি না। মনে করি ত মণিপুর ছার খার করে চলে যেতে পারি। কাছাড়ের ভদ্র লোকেরা আমার অনুগত, কিন্তু তারা শালার অধীনে থাকতে অপমান বোধ করে।

বিষ্ণু। তারা ত আর ছোট রাণীর প্রেমের অধীন নয় যে তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ পাবে।

বীর। আমি সেইজন্যে সন্ধির সূচনা করচি। এখন বোধ হচ্চে, আমার এ আড়ম্বর করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নি।

বিষ্ণু। তখন কিনা মাতাল হয়েছিলে।

বীর। আমি মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে মদ আসে না।

বিষ্ণু। জন্মায়।

বীর। কোথায়?

বিষ্ণু। ছোট রাণীর অধরে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিদু। কোথায়?

বীর। বড় রাণীর রসনায়।

বিদু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণার কাণ দিলে না, সমরসভায় উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে, আর যুদ্ধ কর্‌তে বেরিয়ে এলে।

বুড়ো বয়সে নবীন নারী,
জ্বর-বিকারে বিলের বারি।
আদ্‌মরা তার নয়ন-বাণে
দেখ্‌তে পাই নে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা কর্‌তেন; তিনিই ত লিপির উত্তর-স্বরূপ মূষিকশাবক পাঠিয়েছিলেন।

বিদু। সেনাপতি ইঁদুর ভাতে ডাত রেঁদেচেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না; লেজটী তোমার জন্তে রাখ্‌ব, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিদু। আমি কেন খেতে যাব; যে তোমায় এমন রান্না শেখালে, সেই খাবে।

বীর। মণিপুরীরা জান্ত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল; সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল মণিপুর-শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে; কিন্তু সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিদু। মণিপুর-রাজার বড় মহত্ব।

বীর। রাজার মহত্ব নয়;

বিদু। তবে কার?

বীর। বীরকুলপূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোর দোর নিয়ে বেড়াবে; শিখণ্ডিবাহন বল্লেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য,

বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখ্‌লে ব্রহ্মাধিপতির মূষিকপ্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে"। শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে রেখেচেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন, সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা; তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ কর্‌তেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার্ করে না খাওয়াতেন।

বীর। শত্রুর মুখে জলদান বীরত্বের পরা কাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগলী, সেই সময় শিখণ্ডিবাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেশ্ করেচে। রণকল্যাণীর মহৎ অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রেতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরসবদন হয়ে আছে; রাত্‌দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্লে, রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েচে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চকের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্‌লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্‌ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না করে অর্জ্জুন কর্ণকে মার্‌তে পার্‌তেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়্‌লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখ্‌তে বড় সাধ।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার্ বছরের, তখন একদিন আমার কিরীট

মাতার দিয়ে আর আমার তলোয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল "বাবা, আমি তোমার ধরে লড়াই করি"।

বিদূ। তুমি কোলে করে আমায় এনে দেখালে।

বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপস্থিত শুনে রণকল্যাণী বল্লে, বাবা, আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব। সেইজন্যে সপরিবারে কাছাড়ে এলেম। রণকল্যাণী আমার যে আব্‌দার নেয়, আমি তাই করি। শ্বেতহস্তীর জন্যে আমায় পাগল করে দিছিল, কত কষ্টে শ্বেতহস্তী জুটিয়েছিলেম।

বিদূ। এখন একটী মনের মত পাত্র জুট্‌লে বাঁচি।

বীর। সে ত আর তোমার আমার হাত নয়।

বিদূ। কত পাত্র এল, কত পাত্র গেল।

বীর। অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পাত্র পেলেই বিয়ে দেব।

বিদূ। সেটা মুখের কথা, কাজের সময় বলে বস্‌বে "রাজনিয়ম অতিক্রম করে কি কুলাঙ্গার হব?"।

বীর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার হওয়া ভাল।

বিদূ। কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা-কমল-কলিকা
অবিরত পাপে রত অপাত্র-অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান-অভিমান-বশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে?
সুযতনে তনয়ার বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখ, দেহ ধর্ম্মজ্ঞান,
পরিণয়কালে তার দেহ অনুমতি
আপনি বাছিয়া লতে আপনার পতি।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। বাবা, মন্ত্রী মহাশয় এই লিপিখানি আপনার হাতে দিতে বলেচেন। বোধ হয় মণিপুর-রাজার লিপি।

বীর। (লিপিগ্রহণ) আমি রাজসভায় যাই।

বিষ্ণু। এত ব্যস্তই কি?

রণ। বাবা, পত্রখান পড়ুন না।

বীর। রণকল্যাণীর আব্দার শুন।

বিষ্ণু। আমারও শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

বীর। রণকল্যাণী তোর ইচ্ছে কি, "লড়াই" না সন্ধি? (রণকল্যাণী লজ্জাবনতমুখী।) কথা কও না কেন মা? তুমি যে ছেলেকালে বল্‌তে "বাবা, তোমার থয়ে লড়াই কলি"।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর কি হয়েচে। ওঁর সঙ্গে এত গল্প করেন, এত রূপকথা বলেন, এখন একটা কথার জবাব দিতে পারেন না।

বীর। রণী যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।—যুদ্ধ না সন্ধি?

রণ। সন্ধি।

বীর। তুই ভয় পেইচিস্!

রণ। না বাবা। আমাদের যে পদাতি আছে আমরা মণিপুর তুলে ব্রহ্মদেশে নে যেতে পারি।

বীর। দেখ্‌লে রণী পাগলীর কেমন সাহস।—তবে যে সন্ধি কর্‌তে বল্‌চিস্?

রণ। এই পত্রে হয় ত সন্ধির কথা লেখা আছে।

বীর। তুমি পড়, আমরা শুনি।

রণ। (লিপিগ্রহণানন্তর পাঠ)

পুণ্যপুঞ্জবিভূষিত মহাবল পরাক্রমশালী রাজশ্রী-
মহারাজ বীরভূষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি
অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু

ভ্রাতঃ,

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। অস্মদাদির প্রতীতি হইয়াছিল, ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয়-পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম, সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজনিয়ম নহে। আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মানসহকারে পরমসুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্ত দিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্য সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধিসম্পাদনসম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড়-সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্—শ্রীমান্—

বীর। তার পর?

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি (লিপিপাঠ)

শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন।

রাজশ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্ যদি না রইল, তাঁরও জেদ্ থাক্‌বে না—"অখণ্ডনীয় প্রস্তাব"।

বিদূ। তবে যে তুমি বল্লে "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন"?

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে, ওর বাপের ঠিক নাই।

বিদূ। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বীর। জারজকে মেয়ে দিতে পারি, কিন্তু রাজ্য দিতে পারি না।

বিষ্ণু। এটা জেদের কথা।

বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপত্তি করবে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান।

মণ। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'।—"শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন"—আমার কি রাজরাণী হতে বাসনা? তা হলে ত এত দিন হতে পারতেম। আমার ইচ্ছা ধর্ম্মপত্নী হই। "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন,"—বাবা আমার গুণগ্রাহী। মণিপুরের মহারাজ এত বড় লিপি লিখলেন, আর সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের কেউ নয় এ সংবাদটী লিখতে পারলেন না।

অবলা রমণী অরবিন্দ-মনে
কত কীটক ভীষণ, ভীত গণে।
বিপদে ললনা কি উপায় করে,
কুল-পিঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে।
অভিলাষ সদা অভিরাম জনে,
পথ সঙ্কুল কণ্টক-রীতিগণে।
কুররী-নয়নে কত কাঁদি বসে,
নহি আপনি আপন ভাববশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—শিখণ্ডিবাহনের শিবির।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

শিখ। ব্রহ্মেশ্বর আমাকে জারজ বলেচেন; ব্রহ্মাধিপতি সেই ইন্দীবরনয়না অরবিন্দমুখী রণকল্যাণীর পিতা,—অবধ্য। ব্রহ্মনরপতির প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই, আমার কঠিন কৃপাণকলেবরে সুকোমল কমলরাজি বিকসিত হয়েচে। যুদ্ধে জলাঞ্জলি;—জীবনেও বা দিতে হয়। নীলাম্বুজনয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেচে। হে ব্রহ্মেশ্বর, আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত করলাম, কাছাড়-রাজ্য তোমাকে দিলাম, পৃথিবী তোমাকে দিলাম, অমরাবতী তোমাকে দিলাম, বিষ্ণুলোক তোমাকে দিলাম, ব্রহ্মলোক তোমাকে দিলাম, তুমি এক মহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও। কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজমানা। ব্রহ্মসেনাপতি বল্লেন রাজা, রাজপুত্র, রণকল্যাণীর মনে ধরে নি; রণকল্যাণী অবিবাহিতা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সমরকেতু এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন, তুমি এমন ম্রিয়মান কেন? তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন; তোমার সুবচনগর্ভ রসনা অবশ; তুমি কি শত্রুর কটূক্তিতে সঙ্কুচিত হয়েচ?

শিখ। আজ্ঞে না।

সর্ব্বে। অসম্ভব নয়। শত্রুর শস্ত্র অঙ্গ বিক্ষত করে, শত্রুর কটূক্তিতে হৃদয় বিকল।

সম। আমরা সন্ধি করিব না, আমরা যুদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা করিব। দুর্ম্মতি ব্রহ্মাধিপতি সম্যক্ পরাজিত হয়েও স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন

নাই;—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিপুর-মহারাজের সহকারী সেনাপতি বিজয় মণ্ডিত শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। সাত দিন পরে সমর আরম্ভ হউক; শিখণ্ডিবাহন যেমন সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবিরে এনেছেন, আমি তেমনি দাম্ভিক ব্রহ্মভূপতিকে মহারাজের শিবিরে আনয়ন করব। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি সন্ধি চাই না, যুদ্ধ চাই। ব্রহ্মভূপতি বাহু নিষ্পত্তি না করে শিখণ্ডিবাহনকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হন, সন্ধি, নতুবা যুদ্ধ,—যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। সমকক্ষ সম্রাটে সম্রাটে সন্ধি হয়, পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। পরাজয়-পরিপীড়িত ভূপতির সন্ধির প্রস্তাব করা নিতান্ত অসঙ্গত; প্রাণ-ভিক্ষা প্রার্থনা করাই তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শশা। আমরা জয়লাভ করিচি, ব্রহ্মসেনাপতি আমাদের শিবিরে আবদ্ধ রয়েচেন, আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন কি। ব্রহ্মেশ্বর একটী কৌশল অবলম্বন করেচেন; তিনি স্বয়ং শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলেন না, তিনি কাছাড়রাজধানীর কতিপয় অমাত্যের দ্বারা এ আপত্তি উত্থাপন করায়েচেন। মণিপুর-মহারাজের প্রতিজ্ঞা আছে, প্রজার অনভিমতে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করিবেন না; অতএব অমাত্যগণের আপত্তি খণ্ডনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সাত দিন সময় আছে, সেনাপতি সমরকেতু যদি আমায় সাহায্য করেন, শিখণ্ডিবাহন যে জারজ নয় তাহা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সম। দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন? শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্চে না যে কুলজির আবশ্যক। তলোয়ারে তলোয়ারে মীমাংসা, তাতে আবার জন্ম বৃত্তান্ত কি? বাহুবলে রাজ্যগ্রহণ, তাতে জারজের কথা আস্‌বে কেন? অমাত্যগণের যদি কোন আপত্তি থাক্‌ত, তা হলে তারা আবেদনপত্রে ব্যক্ত কর্‌ত। ব্রহ্মেশ্বরের কু পরামর্শে এ আপত্তির সৃষ্টি; খণ্ডন করতে ইচ্ছা করেন আমার আপত্তি নাই।

রাজা। মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি সম্মত।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন যখন সেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা

শিক্ষা করতেন, তখন লোকে তাঁর জন্মকথা আন্দোলন করত; এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত পূজা করে; কার্ সাধ্য সে কথা মুখে আনে। বঙ্গাধিপতির যে কুটিল স্বভাব, আমাদের প্রমাণ অগ্রাহ্য করতে পারেন।

সম। তলোয়ারের প্রমাণ গ্রাহ্য করবেন।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। লোকে বলে বঙ্গদেশ হতে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হন,—এ কথা অলীক না হবে, নইলে অমন প্রভাতসূর্য্যরূপিণী তপতী তুল্যা রূপকল্যাণীর আবির্ভাব হল কেমন করে।

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা
হৃদয়ে উদয়, অবশ রসনা,
পদ্মের প্রলম্ব দিলে পদ্মাসনা,
কি ভাবি জানিব কেমনে মনে।
প্রেম-পরিপূর্ণ পূত পরিণয়,
মেদিনীমণ্ডলে মকরন্দময়,
সম্পাদিত শুভক্ষণে যদি হয়
সুনীল-নলিনী-নয়না-সনে।

মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

মক। ছল করে জেদ্ বজায় রাখ্‌বেন।

বক্কে। এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চাল্ ভাজা খায়। ব্রহ্মনরপতি কলে পড়েচেন, তবু ছল ছাড়্‌চেন না।

শিখ। ব্রহ্মভূপতি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকার নন। বোধ হয় সন্ধি হবে।

বক্কে। তা হলে আমার রণসজ্জাত বৃথা হবে। আমি যে অসি লতা উঠিয়েছি, তা এখন ফেলি কোথা?

মক। কদলীবৃক্ষের বক্ষে।

বক্কে। না; পরশুরামের প্রাণসংহারের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বাণ টেনেছিলেন, তা ছাড়লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশুরাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয় শঙ্কট; এ দিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ও দিকে গরিব ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটী নিক্ষেপ কল্লেন। আমি সেইরূপ করব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে?

বক্কে। মকরকেতনের শৈবলিনীরূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা, শৈবলিনীর সংবাদ শুনেচ?

শিখ। স্বৈরিণীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেচে।

বক্কে। বিচ্ছেদ-বাঘের হাতে প্রাণ বাঁচান ভার,
থাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা পালিয়েচে আমার।

মক। দাদা, এই লিপিখানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জানতে পারবে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। (লিপিপাঠ)

"প্রাণেশ্বর,

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সহৃদয় মহাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভর্ৎসনা করেচেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী; সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গর্ভধারিণী; তুমি সুশীলার হৃদয় মৃণালের পবিত্র পদ্ম; সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরা কাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণরসের সঞ্চার হয়; আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী, বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবিলাসিনী নই এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না; কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।"

এক শত বার, যাবজ্জীবন। (লিপিপাঠ)

"আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবনস্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটী পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতি-অর্পণ করিয়া বলিবে, বারবিলাসিনী নীচকুলোদ্ভবা শৈবলিনী যদি হৃদয় পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম ইতি

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী।"

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখি নি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জানতেম, তোমার সঙ্গে এক দিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম করে বেশ্যা বলে উড়িয়ে দিতে, তা তার কাছে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বেরিয়ে গেল, এখন তোমার ইচ্ছে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বকে। 'আম শুকিয়ে আম্‌সি, জল শুকিয়ে পাঁক্,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে খাক্।'

মক। দেখদেখি দাদা, বকেশ্বর করুণরসের সঙ্গে কৌতুকরস মিশ্রিত করে।

বক্কে। আনারসে লবণ-কণা,
খেয়ে তৃপ্ত ভক্ত জনা।

প্র, বয়। তুমি যে এমন লিপি পেয়ে জীবিত আছ, এই আশ্চর্য্য।

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই। সে দিন মঙ্গলঘটের সম্মুখে লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে সাক্ষী করে সুশীলা আমার গলায় মালা দিয়েচে, সেই অবধি আমি সুশীলার একায়ত্ত।

শিখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) অমন করে মালা দিলে কে না বশীভূত হয়।—সে কি পদ্মের মালা?

মক। পদ্মের মালা।

শিখ। জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সার রত্ন। রমণী না থাক্‌লে পৃথিবী অন্ধকারময় হত। রমণী জীবনধারণের মূল।

মক। কি দাদা, প্রণয়ের পদ্ম-কলিটী ফুট্‌ল না কি? তোমার মুখে স্ত্রীলোকের এমন প্রশংসা কখন ত শুনি নি। সে দিন তুমি ব্রহ্মরাজের অন্দরমধ্যে প্রবেশ করেছিলে, বোধ হয় স্বজাতি সূর্য্যপ্রভা পেয়ে থাক্‌বে।

শিখ। আমি শৈবলিনীর মনের উচ্চতা অনুধাবন করচি।

মক। শৈবলিনী সুশীলার হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আমি কি সাধে তার প্রণয়-পিঞ্জরে বদ্ধ ছিলেম। শৈবলিনীর বর্ণবিন্যাসটা দেখ্‌লেন ত। পত্রখান আর একবার পড়্‌ব?

বক্কে। আর পড়্‌তে হবে না, ঘেউ কল্লেই শিকারি কুক্কুর বলে বুঝা যায়। পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখালে বক্কেশ্বরও বিদ্যাবাগীশ হতে পারেন।

মক। দাদা, স্বাক্ষরটা দেখেচেন

"তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী"।

বক্কে। তোমার ভক্তা-মারা কলঙ্কিনী।

শিখ। প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা; বারাঙ্গনা হলেও মধুরতাশূন্য হয় না।

মক। বক্কেশ্বর, তোমার সাধু শিখণ্ডিবাহনের ব্যাখ্যা শুন।

বক্কে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার কাছে শৈবলিনীবধ কাব্য পাঠ করব, আর ডোল পুরে চন্দ্রপুলি খাব।

মক। শৈবলিনী কি তোমায় খেতে দিত না?

বক্কে। দিত, কিন্তু ঔষধ গেলার মত খেতেম। শৈবলিনীর সন্দেশ খাওয়া উচিত নয়।

দ্বি, বয়। তবে খেতে কেন?

বক্কে। ক্ষিদে পেত বলে।

সঙ্গদোষে ভাই,
বেশ্যাবাড়ী খাই,
গোট্ মজ্‌লে জিজির মজে, সন্দেহ তার নাই।

মক। বক্কেশ্বর, বড় জ্বালাচ্চ, মৃগয়ায় নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব।

বক্কে। ছক্ক গাধা হবে আর কি?

মক। দাদা, তুমিই আমার চরিত্র সংশোধনের মূল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তে, তা হলে আমি ছারখারে যেতেম।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। মকরকেতনের কাছে ধরা পড়েছিলাম আর কি।—মকর কেতনের যেমন মিষ্ট স্বভাব, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; ওর কাছে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত; ওর মত বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে। সুশীলার সুখের সীমা নাই; পদ্মের মালা বড় পয়মন্ত।—পদ্মের মালা ছড়াটী একবার গলায় দিই।

[গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান।

একজন পদাতিকের প্রবেশ।

পদা। এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আস্‌তে চায়।

শিখ। তোমরা কি যুদ্ধ শিবিরের রীতি জান না, যে সে আস্‌তে

চাইবে, আর আমায় এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অমনি অমনি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অমনি অমনি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগড়ি? আমার পাগড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আসতে দাও, একাকিনী আসতে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগড়ি তুলে লন নি। আমি ভেবেছিলেম মালাদান সুলক্ষণ, পাগড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ।

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানুসুতানীকালনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন ভবভয়ভঞ্জন, বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। দরিদ্র বৈষ্ণবী দুখী হৌ। হে গুণধাম, মোহি মুখ পর আপ্ কা নেহারিয়ে? দর্পণ নহি, এহসে নেত্র হ্যায়, নাক হ্যায়, কাণ হ্যায়, ওষ্ঠ হ্যায়, দন্ত হ্যায়।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া) কুলবালার কমলমালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোণার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়ে নি।

শিখ। তোমার বেশে বেশ ঢাকে নি। তোমার অধরকোণে হাসি বাশ বেঁধে রয়েচে। আর বঞ্চনা কর কেন, আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, ভেকের জন্যে ভেসে বেড়াচ্চি।

শিখ। ভেক্ কেন নাও না?

সুর। মানুষ কই?

শিখ। মোট বইবের মানুষ জোটে, আর তোমার ভেকের মানুষ জোটে না?

সুর। বাঁশবাগানে ডোম কাণা,
দেখি সব শালারা গুণটানা;
আছে একটী নিধি মনের মত,
তার গুণের কথা কইব কত,
সে রণ করে, রমণী মারে,
পালায় লয়ে পদ্ম-হারে।

শিখ। আমি কি এক শালা?

সুর। তা নইলে সিংহাসনে উঠ্‌তে চাও।

শিখ। আমার সহোদরা নাই।

সুর। শূরতা আছে।

শিখ। তুমি কি পাগড়ি দিতে এসেচ?

সুর। পাগড়িও দেব, পাগড়ির বায়নাও দেব।

শিখ। কাকে?

সুর। উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা সুশীলাকে।

শিখ। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর সরলস্বভাবা দুহিতা, যুবরাজ মকরকেতনের সহধর্ম্মিণী, আমার ধর্ম্মভগিনী।

সুর। চিরজীবিনী হন্।

শিখ। তুমি সুশীলার প্রতি যে বড় সদয়।

সুর। সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।

শিখ। বোধগম্য হল না।

সুর। সুশীলার নামটী শিলাখণ্ডবৎ প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে

পতিত হয়েছিল। তিনি সেই অবধি মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুনলে পুনর্জীবিতা হবেন

শিখ। নামে এমন ভয়?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের শিরোভূষণে লেখা বলে।

শিখ। তাতে হল কি?

সুর। তাতে হল সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের মাগ্।

শিখ। শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

সুর। তা আমরা জানব কেমন করে? আমাদের দেশে মাগ্ মাথায় করা রীতি আছে, ভগিনী মাথায় করা রীতি নাই।

শিখ। রঙ্গসেনাপতি আমায় বল্লেন, রাজকন্যা বঙ্গকুমারীর সহচরী সুরবালা যেমন মিষ্টভাষিণী তেমনি বিলাসবতী। তার প্রমাণ পেলেম।

সুর। আমায় আপনি ভ্রম করে স্বর্গে তুলেছেন। আমি স্বর্গমহিলা নই।

শিখ। তুমি স্বর্গের সেতু।

সুর। তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ হবে।

শিখ। কেন?

সুর। আমি ফুলের ভরটী সইতে পারি না।

শিখ। তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া হল কেন?

সুর। সুপাত্র ভেবে।

শিখ। কমলমালা কখন পারিজাতমালা, কখন কালভুজঙ্গিনী।

সুর। পারিজাতমালা কখন?

শিখ। যখন ভাবি, মালাদান পরিণয়ের চিহ্ন।

সুর। কালভুজঙ্গিনী কখন?

শিখ। যখন ভাবি, আমার রাজবংশে জন্ম নয়।

সুর। রাজবংশে জন্ম হলে রাজবংশী হয়। অনেক রাজবংশী নিয়াণ সাগরে নৌকার দাঁড়ী হয়েছেন। রাজবংশভ্রষ্টার করে প্রাণসমর্পণ।

শিখ। সুরবালা, তুমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জান।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত্ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্নহস্তে দণ্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার্ মূল।

সুর। আমি ঘট্‌কী। এখন একটা দর দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। আমি কেন দর দেব ?

সুর। যেমন কাল পড়েচে ; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয়, সত্যভামার ব্রত করা ; বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোলটাকার দর পাকা সোণা, কষে লব।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি ?

সুর। পাগল করা পাগড়িটী।

[উষ্ণীষপ্রদান।

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি ?

শিখ। বিরস-বদনে, সজল-নয়নে,
বসিয়ে বিজনে, নিরখি মনে
সে বিধু-বদন, সে নীল নয়ন,
সে মালা-অর্পণ, আনন্দ সনে।

সুর। করিলাম পণ, পাবে দরশন,
হইবে মিলন, বিবাহ-পাশে।
পাগল হৃদয়, যার জন্যে হয়,
সে হলে সদয়, অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা, এই পুস্তকখানি নিয়ে যাও।

[পুস্তক-দান।

সুর। রণকল্যাণী "জয়দেব"প্রিয়া স্বপ্নে জান্‌লেন না কি?

শিখ। সেনাপতি বলেচেন।

সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক্।

শিখ। কবে আসবে?

সুর। আপনি এখন খুব পাগল হন নি, তাই "কবে" বল্‌চেন; পাগল হলে বল্‌তেন "কখন্ আস্‌বে?"

শিখ। আজ্ কি আস্‌তে পার্‌বে?

সুর। বলুন না কেন আজ্ যাব।

শিখ। তা কি হইতে পারে?

সুর। সুরবালা না পারে কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রাজধানীর অন্দরের কুসুমকানন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

রণ। যার মন উচাটন, তার কুসুমকাননে করবে কি। কেনই বা মন উচাটন হয়; এক হাতে ত তালি বাজে না। এক হাতে তালি বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। শিখণ্ডিবাহনকে দেখ্‌বের আগে আমি যে রণকল্যাণী ছিলাম, সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। হয় ত ভাল হব। জীবনটা একটানা স্রোতের তরণীর মত এক রকম চলে যাচ্ছিল বেশ। বড় ধাকা লাগ্‌ল—চড়ায় ঠেকেচে, গতিশক্তিহীন। আর কি নৌকা চল্‌বে?—কেন মালা দিলেম?—কি বীরত্ব, কি মহত্ব, কি সহৃদয়তা, কি অবসকালন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন।—আমি

কি মালা দিলেম? মালা নিয়ে মন উড়ে গেল।—না ঘটে নাই ঘট্‌বে, আর ভাব্‌তে পারি নে। চিরকুমারী হয়ে থাক্‌ব। কিন্তু সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না।—না ঘট্‌বেই বা কেন? অমন ব্যস্ত তবু স্থিরনেত্রে আমায় নিরীক্ষণ কল্লেন। অমন ব্যস্ত তবু আমার সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন।—সুশীলা শিল্পকারের মেয়ে।——সুরবালা শীঘ্র আস্‌বে বলে গেল, এখনও এল না। সে যত শীঘ্র পারে আস্‌চে, আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেম পিপাসায় দণ্ডে দিন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালী।

কি হেরিলাম, আহা মরি!
কিবা রূপের মাধুরী,
আসিতে না পারি ফিরে, এলেম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে,
পারি নাহি লাজভরে;
যদি বিধি দয়া করে,
পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে চাইব ফিরে ফিরে॥

সুরবালার প্রবেশ।

সুর। বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে; দরিদ্র বৈষ্ণবী, ভুখী হোঁ।

রণ। বৈষ্ণবীর বেশে এলে, মেয়েরা দেখ্‌লে বল্‌বে কি?

সুর। বল্‌বে সুরবালা ভেক্ নিয়েচে।

রণ। সমাচার কি?

সুর। সুরবালা গর্ভবতী।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

সুর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

সুর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের বনবিহঙ্গবাদিনী, বিজলিবরণা, বিমলেন্দুবদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা, বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জন্য হল যে।

সুর। কিন্তু জারজ নয়।

রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

সুর। প্রকৃতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে জারজ, তোমার হাসিবিকসিত অধর বল্‌চে জারজ, তোমার জারজ বল্‌চে জারজ।

সুর। এই তোমার প্রণয়।

রণ। এখন বল সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।

রণ। তোমার মরণ। না আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না, শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে পুণ্যতরু।

সুর। বনকলাপী কুঞ্জলতা।

রণ। সুরবালার মাতা।

সুর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

সুর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

সুর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপীজনমনোরঞ্জন বল্লেম, এত বৃন্দাবনস্বামী তোমারি মঙ্গল করে বল্লেম, কিছুতেই ভুল্লে না, আমায় খপ্‌ করে ধরে ফেল্লে।

রণ। তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘটকালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্লেম না কি ?

রণ। তার পর ?

সুর। বল্লে, তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি ?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমাদের সব খবর নিয়েচেন।

রণ। তবে তিনিও উচাটন।

সুর। তাঁর হার্ জিত দুই হয়েচে।

রণ। হার্‌লেন কিসে ?

সুর। রণকল্যাণীর নয়নবাণে।

রণ। সুশীলা কে ?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বোন।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি ?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী, শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্লেন কি ?

সুর। বল্লেন, রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন কর্‌চি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

সুর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

সুর। বল্লেন, রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।

সুর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে একখানি পুস্তক দিয়েচেন।

[পুস্তকদান।

রণ। জয়দেব। এ সেনাপতি বলে দিয়েচেন; তিনি আমায় পদ্মাবতী বলে উপহাস করতেন। এমন সুন্দর লেখা ত ভাই কখন দেখি নি, যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যামাবলি—

"ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।"

সুর। শিখণ্ডিবাহনের স্বহস্তে লেখা।

রণ। (পুস্তক বক্ষে ধারণ) সুরবালা, আমার সুখের সীমা নাই; সুরবালা, আমার জীবন-তরণী এত দিন পরে প্রেম-সাগরে ভাস্‌ল,—

সুর। তোমার চক্ষে জল কেন, ভাই? আর ত কাঁদবের কারণ নাই।

[আলিঙ্গন।

রণ। সুরবালা, তুমি আমার সহোদরা, তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ শুকিয়ে গিছিল, তুমি আমার মৃত মুখে অমৃত দান কর্‌লে; আমি আনন্দে কাঁদি—

প্রাণ যারে চায়
প্রেম-পিপাসায়,
সে যদি আমায়
আপনি চায়।
অখিল সংসার
সুখের ভাণ্ডার,
প্রেম-পারাবার
ভাসিয়ে যায়।

সুর। মণিপুর-শিবিরে রাসলীলায় বড় ধুম।

রণ। রণজয়ের চিহ্ন।

সুর। রাজা অনুমতি দিয়েচেন, সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও।

রণ। রাসমঞ্চ হবে কোথায়?

সুর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে। কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে, যেন একটা রাজছত্র। চন্দ্রাতপটী সুগোল, লালবর্ণ, তার ঝালরে স্তবকে স্তবকে পদ্মমালা। খুঁটীগুলি কাটের কি বাঁশের তা বল্‌তে পারি না। খুঁটীর গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়িয়ে দিয়েছে, খুঁটীর গা দেখা যাচ্চে না। রাসমণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন। পদাতিক প্রহরী রয়েছে, নইলে একবার রাধিকা হয়ে বসে আস্‌তেম।

রণ। কৃষ্ণ সাজ্‌বে কে?

সুর। রাজবাড়ীর রাসলীলায় বরাবর মকরকেতন কৃষ্ণ সাজ্‌তেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, এখন শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রণ। রাধিকা?

সুর। রাজবালা।

রণ। রাজবালা কে?

সুর। নাগেশ্বরের পালিতকন্যা, মণিপুরপতির ভগিনী, রণকল্যাণীর সঙ্গীনী।

রণ। সুরবালার দাসী।

সুর। রাজবালা রাধিকা সাজ্‌তে রাজি নয়,—

রণ। কেন?

সুর। শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন বলে।

রণ। শিখণ্ডিবাহনের উপর যে অভিমান?

সুর। শিখণ্ডিবাহন যা কর্‌তে নাই তাই করেছেন।

রণ। কি?

সুর। যাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ।

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে।

সুর। তুমি স্বপ্ন দেখ্‌চ না কি? সুশীলার যে বিয়ে হয়েছে; বিয়ের পর মেয়েরা ত রাসলীলায় সাজে না।

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ।

সুর। মণিপুর-রাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী মরে গিয়েচেন, ছোট রাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটী ছেলে হয়। ছেলে ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কলিটী; কপালে রাজদণ্ড। রাজপুরী আনন্দে উপ্‌লে উঠ্‌ল, রাজা স্বয়ং সূতিকাগারে এসে সুবর্ণকৌটার সহিত গজমতির মালা দিলেন। ছোট রাণী হিংসায় কাঁকুড়-ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহ-যোগে সোণার কটো শুদ্ধ মতির মালা আর বড় রাণীর হৃদয়-কটোর মতিটী নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। শোকে সূতিকাগারে বড় রাণীর প্রাণত্যাগ হল।

রণ। সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর।

সুর। কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোণার চাঁদ।

রণ। তা হলে কি এত দিন অপ্রকাশ থাকে?

সুর। ছোট রাণীর ভয়ে কেউ কি এ কথা মুখে আন্‌তে পারে?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—শিখণ্ডিবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

শশা। শিখণ্ডিবাহন যে তাঁর গর্ভজাত নয়, তা তিনি স্বীকার করেছেন।

রাজা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী আমার সমক্ষে আসতে অসম্মতা কেন?

শশা। তিনি শিখণ্ডিবাহনকে কোথায় কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে বল্‌তে অস্বীকার, কিন্তু মহারাজ জিজ্ঞাসা কল্লে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না বলে, মহারাজের সম্মুখে আসতে অস্বীকার।

সর্ব্বে। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী সেনাপতি সমরকেতুকে বড় ভক্তি করেন, তাঁর কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বেন না।

শশা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে শৈলেশ্বর দর্শন করতে গিয়েচেন, সেনাপতি স্বয়ং তাঁকে আন্‌তে গিয়েচেন।

রাজা। বোধ করি তাঁরা কাল আসতে পারেন।

পারিষদ্‌চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, পারি। শিখণ্ডিবাহন আর মকরকেতন বড় কৌতুক করেচেন। মৃগয়ায় বক্রেশ্বরকে ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা। পড়েগেচে না কি?

প্র, পারি। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল হক্ যা হক্, ওর মনটী বড় ভাল।

প্রি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্ব-সৈনিককে বঙ্গদেশের অশ্বসৈনিক সাজিয়ে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাকবেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করবে; শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্বসঞ্চালন করে পালিয়ে আসবেন, বক্কেশ্বরের চক্ষুঃ বন্ধন করে বঙ্গশিবিরের নাম করে মণিপুর শিবিরে ধরে আনবে।

শশী। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ার পিটে একটা গোঁজ বসিয়ে দিলেন, তবে সে ঘোড়ায় উঠল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীক, তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে, সে ভয়েতেই মরে যাবে।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপক্ষের প্রবেশ।

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগল, বক্কেশ্বরের সে কান্না, বলে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগল-টাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে"।

শিখ। সৈনিকদের বল্লে "বাবা সকল! আমায় ছেড়ে দাও, আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচকব্রাহ্মণ। বাবা সকল! তোমাদের মহারাজ সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেচেন তাই আমি এত দূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম করতেম না"।

পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কে। বাবা সকল! আমার ভাষা তোমরা না বুঝতে পার আমার চক্ষের জলে ত বুঝতে পাচ্চ, আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প, পদা। রেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি দেকলাছলা থেইনু, মেইটা মিটি মহিটা কেংকা কেন্টা ফাং ফুই, তেম্পুবাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিনু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝতে পারলেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই?

প্র, পারি। এ বক্কর কে ?

বক্কে। আহা! মাতৃভাষার বক্কারটাও মধুর।— বাবা, আমি কোথায় এলেম ?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ বঙ্গমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায় ?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে, যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি।

[মস্তক নত করিয়া প্রণাম।

প্র, পারি। তুই বাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকট যোড় কর করতে পার না ?

বক্কে। যোড় কর কেন, আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি ছুই হাতে গোজ ধরে রইচি, আমার যোড় কর করবার কি যো আছে ?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার, ঘোড়াটা ছুটে যাক।

বক্কে। চীৎকার শব্দে বাবা, পড়ে মলুম, বাবা, হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা, আমার পলা ছাড়!

প্রগাঢ়রূপে গোজালিঙ্গন।

প্র, পারি। মার না এক চাবুক।

[অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্গা ধরিয়া বেগে অশ্ব-সঞ্চালন।

বক্কে। সাত দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়্লেম, পড়্লেম, শালার ব্যাটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই।

[অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন।

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি ?

বক্কে। বাবা, তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েচে; হাড়গুলি বোধ হয় আস্ত আছে।

[হাড় টিপিয়া দেখন।

ধি, পারি। তোর আছে কে?

বক্কে। আমার তিন কুলে কেউ নাই। আমি ধর্ম্মের ষাঁড়, নাম বক্কেশ্বর।

ধি, পারি। তবে একখান তলোয়ার পেটে পূরে দিয়ে ব্যাটাকে মেরে ফেল্।

বক্কে। সাত দোহাই বাবা, পেটের ভিতর তলোয়ার পূরে দিলে নাড়ী কেটে যাবে। আমার কাঁদবের লোক আছে।

ধি, পারি। কে আছে?

বক্কে। আহা মরি, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যায়। এত ভালবাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারবিন্দ বর্ণ, সকলি ব্যর্থ হল।

ধি, পারি। কার কথা বল্‌চিস্?

বক্কে। আহা! আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়বিলাসিনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন? আহা আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর করবে?

ধি, পারি। তার নাম কি?

বক্কে। চন্দ্রপুলি।

ভূ, পারি। তুই আমাকে চিনিস্?

বক্কে। যাকে চিনি না, তাকে চক্ষু খোলা থাক্‌লেও চিন্‌তে পারি না, এখন ত চক্ষু বাঁধা।

ভূ, পারি। আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা।

বক্কে। চিন্‌লেম, আপনি শ্যালক-কুলতিলক—

ভূ, পারি। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্, আমাকে এমন কথা বলে।

বক্কে। বাবা, তুমি মাতুল মহাশয়।

ভূ, পারি। তবে যে শালা বল্লি?

বক্কে। অভ্যাসবশতঃ।

তু, পারি। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশের জল খাওয়াব।

বক্কে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল দাও মামা, আমি পিপাসায় মরি।

রাজা। (জনান্তিকে) জল দাও। (পারিষদ দ্বারা বক্কেশ্বরের সম্মুখে জলপাত্র রক্ষা।)

তু, পারি। জল দিয়েচে খা না, ভাব্‌চিস্ কি?

বক্কে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব।

তু, পারি। তবে চাস্ কি?

বক্কে। কাহনটাক্ রসমুণ্ডি।

তু, পারি। হা কর্, আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।

বক্কে। মাতুল, আমি হা করে করে থাই, তুমি দিতে থাক। যদি ছোটারে হয় তবে বুড়ি ধরণে দাও। (হা করণ) কতক্ষণ হা করে থাক্‌ব। (রসমুণ্ডি-ভক্ষণ) বাবা, মামা জল দাও, গলায় বাদ্‌চে। (জলপান) মামা, তোমার জন্মেরও ঠিক নাই, হাতেরও ঠিক নাই, জলে মুখ চক্ ভাসিয়ে দিলে বাবা।

তু, পারি। বক্কেশ্বর, আর কিছু খাবি?

বক্কে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় না। রকম ফের করে ভাল হয়।

তু, পারি। তবে একখান ক্ষীর-চাঁপা দিচ্চি প্রাণভরে খাও।

[একখান পুরাতন ছিন্ন পাতুকা বক্কেশ্বরের হস্তে প্রদান।

বক্কে। (হস্ত দ্বারা পাতুকা স্পর্শ করিয়া) মামা, দেশ বিশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন হয়।

তু, পারি। কেন রে?

বক্কে। এগুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এগুল কুকুরে খায়। আপনারা এরে বলেন ক্ষীর-চাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া-জুত।

(পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা, ক্ষীর চাঁপা যে মস্তকহীন, প্রসাদ করে দিলেন না কি?

ভূ, পারি। তুই খা না, ক্ষীর-চাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা, আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন, আপনাকে ক্ষীর চাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্লেই প্রজারা আপনাকে ক্ষীর চাঁপায় চাপা দিয়ে রাখবে।

ভূ, পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি। তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্চি।

বক্কে। সাত দোহাই মামা, মেরো না বাবা, আমি রসবুদ্ধি খেতে পারি কিন্তু মার খেতে পারি না, মারগুল একটুও রসপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার - চীৎকার শব্দে) বাবারে, শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

ভূ, পারি। তুই আমায় শালা বলি?

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি?

ভূ, পারি। তবে কারে বলি?

বক্কে। ঐ কোড়া গাছটাকে।

চ, পারি। ওরে বক্কর, বোকারাম, বক্কেশ্বর।

বক্কে। মহাশয়, আমি বোকা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চ, পারি। তবে যে শুনলেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চ, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চ, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবির রক্ষক কল্লে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চ, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি

সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাতর বেঁধে জলে ফেলে দেব।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলি না।

চ, পারি। মিথ্যা বল কখন্?

বক্কে। প্রাণের দায়ে, আর পেটের দায়ে।

চ, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতার বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণ-পরিহীন হিমকর, ধর্ম্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে। জিজ্ঞাসা কর, কোন দোষ আছে কি না।

চ, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা করতে এইচিস্?

[কোড়া-প্রহার।

বক্কে। মেরে ফেল্লে বাবা, বড় লেগেচে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বলব না।

চ, পারি। রাজার দোষ আছে কি না তাই বল্।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড় লোকের মধ্যে সাধারণ।

চ, পারি। কি দোষ?

বক্কে। বৌও।

[সলাজে রাজার প্রস্থান।

চ, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন?

বক্কে। মন্ত্রিমহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্। জাম্বুবানের পরামর্শেই রাজত্বের এত অমঙ্গল ঘটচে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণায় আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েচে।

চ, পারি। তোমাদের সভাপণ্ডিত কিরূপ?

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেচেন। ব্যাকরণে বনা কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বেরিয়েচে, ছাত্রদেরও নাম বেরিয়েচে।

চ, পারি। তাঁর কি নাম ?

বক্কে। গৌতম।

চ, পারি। ছাত্রদিগের ?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চ, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্‌তে পার ?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল; লম্পটের চূড়ামণি; উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চ, পারি। কেন ?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজপুত্রের আবির্ভাব।

চ, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের সম্পর্ক কি ?

বক্কে। খুড়ভগ্নীপতি।

চ, পারি। ঠাট্টা ? [কোড়া-প্রহার।

বক্কে। আপনাদের যেমন প্রশ্ন। মকরকেতন হল রাজপুত্র, আর শিখণ্ডিবাহন হল ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পর্ক কি ?

চ, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা ?

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েচে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, গরিব ব্রাহ্মণকে শক্র-হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়াকে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়িয়ে দেন।

চ, পারি। শিখণ্ডিবাহনের চরিত্র কেমন ?

বক্কে। আস্ত ছিল, সম্প্রতি একটা বড়রকম ছিদ্র হয়েচে।

চ, পরি। বিশেষ করে বল।

বক্কে। মকরকেতন-রূপ শ্যাওড়া গাছে বহুকাল হতে শৈবলিনী-রূপ একটা পেত্নী বাস কর্‌ত। শিখণ্ডিবাহন চাল্‌পড়া খাইয়ে পেত্নীটে নাবালেন। শিখণ্ডিবাহন বড় বিশ্বাসঘাতক। মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কাজ করেচেন। উপভ্রাতৃবধূর উপবঁধু হয়েচেন। রাত্রিদিন সেই পচা পেত্নীর পাধোয়া জল খাচ্চেন।

চ, পরি। প্রমাণ কি ?

বক্কে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন।

মক। ভুরাভুণ্ডি কল্লকেণ্ডি কাকুণ্ডি।

[বক্কেশ্বরের পৃষ্ঠে দুই কীল।

বক্কে। মেরে ফেলেচে বাবা! শালার হাত যেন হাতুড়ি।—তোমরা কীলকে বুঝি কাকুণ্ডি বল ?

শিখ। চেপ্পাচণ্ড চট্টচাত্।

[বক্কেশ্বরের মস্তকে চপেটাঘাত।

বক্কে। তোমাদের চট্টচাত বুঝি চপেটাঘাত? তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখ্‌চি।

মক। মুরারণ্ডি মুক্কি মুণ্ড।

[গলাটিপি।

বক্কে। তোমাদের মুণ্ড বুঝি গলাটিপি।—বাবা চাপাচাপি করে ভুলে যাব, তাতে আবার আমার মেধা কম।

চ, পারি। তুই এখন চাস্ কি ?

বক্কে। আমার চক্ষু খুলে দাও, আমি রাজদর্শন করে মণিপুর শিবিরে যাই।

চ, পারি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে একটী মণিপুর-মহিলা আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবে।

বক্কে। একটা কেন, একটী মহিলা-শিবির পাঠিয়ে দেব।

চ, পারি। আর তোমার ঘোড়াটা রেখে যেতে হবে।

বক্কে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভালবাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে যাচ্চি।

চ, পারি। আর তোমার তলোয়ার রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে।

চ, পারি। আর তোমার নাসিকাটী রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে—আজ্ঞা না, ওটা সেখানে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

মক। কুম্ভিকন্দা কাকুণ্ডি।

বক্কে। কি বাবা, কাকুণ্ডি বলচ যে, আর এক চোট কীল ঝাড়বে না কি?

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিই।

[চক্ষের বন্ধন মোচন।

বক্কে। বাবা, চক্ষু বুঝি গিয়েচেন, অন্ধকার দেখ্‌চি যে। (সকলের মুখাবলোকন করিয়া) আমি এখানে!

মক। বক্কেশ্বর, এতক্ষণ কি কচ্ছিলে?

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ী তুল্‌ছিলেম।

মক। কেমন জব্দ।

বক্কে। 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত'।

মক। কাকুণ্ডি আহার করবে?

বক্কে। কীলগুলি বুঝি তোমার? এমন খোস্‌খৎ আর কে লিখ্‌তে পারে। মহারাজ কোথায়?

সর্ব্বে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েচেন, তাই শুনেই বাড়ীর ভিতরে গিয়েচেন।

মক। সার্ব্বভৌম ঠাকুর্দ্দা গৌতম হয়েচেন।

সর্ব্বে। কিন্তু আমার অহল্যা নাই, তোমার অহল্যাকে দিয়ে নামরক্ষা কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ—রাসমণ্ডপ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদ্‌গণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

রাজা। অতি পরিপাটী রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েচে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন রাসলীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন কর্‌বের জন্য বিশেষ যত্নবান্।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেচেন, হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েচে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব, সেই দিন আমার হৃদয় প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব।

বক্কে। বক্কেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাঁট্‌নাই নাচ্‌না।

বক্কে। যখন রণবাদ্য হয়, তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বক্কে। মহিলা-শিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী করব।

শশা। উপযুক্ত জাম্বুবান্ বটে, কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বক্কে। মন্ত্রিমহাশয় লাঙ্গুলকাণ্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি ?

বক্কে। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্ বল্লেন, ঠাকুর, আমি কোথায় যাই ? রামচন্দ্র বল্লেন তুমি মরে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্ বল্লেন কলিতে রাজসভায় মনুষ্যের মত বস্‌তে হবে, কিন্তু কক্ষতলে লাঙ্গুল থাক্‌লে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। রামচন্দ্র বল্লেন, জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগেব মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বক্কে। কেন মহারাজ ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বক্কে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র, পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েচেন। তিনি বলেছিলেন, কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বল্‌তে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য।

বক্কে। রাসলীলা নবনলিনী, খোল করতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত করতে করতে আগমন কচ্চেন।

(নেপথ্যে সঙ্গীত।—রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

কি হল, কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল, কোকিল,
ওরে শুক শারি।

হয় ত এসেছিল গুণমণি,
নাহি নিরখিয়া কুঞ্জে কমলিনী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামণি
গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি।
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে
নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।
ঘনশ্যামের, অনুমানি, ঘন শ্যামে
বাড়িল যামিনী যৌবন যামে।
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে,
রজনি, তোমার চরণে ধরি।)

রণকল্যাণীর রাধিকাবেশে, সুরবালার দূতীর বেশে এবং
অপরাপর বালাগণের সখীবেশে প্রবেশ—রণ-
কল্যাণীর পদ্মাসনে উপবেশন—পদ্মাসন
বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য।

(সঙ্গীত। রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

কি হল, কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল—ইত্যাদি।

রাজা। রাধিকার কি চমৎকার রূপ! এমন মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর করি নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটী নববিকশিত ইন্দীবর। এ রূপরাশি লাবণ্যময়ী কমলিনী না জানি কোন্ ভাগ্যবানের দুহিতা।

বক্কে। কাছাড়নিবাসী ভাট্ বামণদের মেয়ে। ওরা দুজন এসেচে।

শশা। এমন মনোমোহিনী কমলিনী কস্মিন্ কালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের রাসলীলার কমলাসনে স্বয়ং কমলিনী বিরাজিতা।

সর্ব্বে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনত; রক্তোৎপলবিনিন্দিত ওষ্ঠাধর; সুকুমার-আভা-বিস্ফারিত বিশাল-লোচনদ্বয়ে দুটী সন্ধ্যাতারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ হয় কমলাসনে সর্ব্বলোকললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড়প্রদেশে এমন অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্না রমনী-রত্নের আবির্ভাব অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনকনন্দিনী জানকী পদ্ম-সিংহাসনে উপবেশন করেচেন।

বক্কে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সম্প্রীত কর্‌তে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, কর-কমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলেকামিনী"।

সকলে। কমলেকামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েচেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

বক্কে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি, প্রেমবিলাসিনি, পীতবাস-হৃদয়াম্বুজবাসিনি, সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়-ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষণ্ণমনে, বিরসবদনে, জলধারাকুললোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন কর্‌তে হল।

রণ। দূতি, শিখ—(লজ্জাবনতমুখী)।

সুর। শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্লে কেন?

রণ। দূতি, কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েচি, মান দিয়েচি, সরম্ দিয়েচি, যৌবন দিয়েচি, জীবন দিয়েচি; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি, তা আমি জানি আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি, তুমি কালের মত কার্য্য কর নাই। তুমি সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় করে, তোমার

হাতে এসে বেলে পাতর হল, তুমি কিন্‌লে কোকিল, তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুমি সাধুর মূল্য দিলে, হয়ে পড়ল লম্পট। তুমি বহু মূল্য দানে রত্ন ক্রয় কর্‌বের সময় কাহাকে জানালে না, কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে নিলে না।

রণ। সখি, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, মনোমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সঞ্চার হলে কি মন বিমোহিত হয়। সখি আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন কি যাচাই কর্‌বের রত্ন? আমি দেবদুর্লভ নবদূর্ব্বাদলরুচি যশোদা-দুলালকে নিরীক্ষণ কর্‌লেম, আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হয়ে গেল, অমনি পরমানন্দ সহকারে বরমাল্য প্রদান কল্লেম।

সুর। প্যারি, তুমি কৃষ্ণের কুহকে পতিতা হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা করেছিল, তোমার সর্ব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে।

রণ। সখি, ত্রিভুবননাথ চক্রপাণির কুহকচক্রে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, আমি অবলা কুলবালা সেই চক্রপাণির কুহকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হব আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সখি, বল্‌তে কি, আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্ব্বস্বধনের বিনিময়ে আমি তার সহস্রগুণে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যে পদ সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদপদ্ম আমি বক্ষে ধারণ করে-ছিলেম। শ্যাম আমার অমূল্য নির্ম্মল অয়স্কান্ত মণি, আমি হৃদয় কন্দরে যত্ন করে লুকায়ে রেখেছিলেম, চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেচে।

সুর। প্যারি, শ্যামসোহাগিনি, তুমি সরলতার সরোজিনী, পীতাম্বরের প্রবঞ্চনা তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। না দূতি।

সুর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় অসম্ভব?

রণ। হাঁ দূতি।

সুর। যামিনীর যৌবন গত, দীপমালার আভা মলিন, তাম্বূল তিক্ত, তোমার বক্ষঃস্থ কমলমালা রসহীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিল-কূজনে নিশি-অবসানবার্ত্তা প্রচারিত; কৃষ্ণ তবে কোথায় গেলেন?

রণ। জান্‌ব কেমন করে?

সুর। শ্যামের আসার আশা কি এখন আছে?

রণ। নইলে কি আমি জীবিতা থাক্‌তেম।

সুর। প্যারি, সুখময়ি, রাজনন্দিনি, আর আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন প্রেম, তোমার একটী প্রেম, তাই আজো প্রেম-প্রবাহের চোরাবালি দেখ্‌তে পাও নাই; আমরা বহুকাল প্রেম করিচি, পাঁচ সাত টা হয়ে গেচে, আমরা আভাসে সব বুঝ্‌তে পারি। তোমার মদনমোহন মদনবাণে বারমহিলাকক্ষে কাত্‌ হয়ে পড়ে আছেন।

রণ। সখি, সে কি সম্ভব?

সুর। তুমি যখন আমাদের মত হবে, তুমি তখন এমনি করে নবীন বিরহিণীদের উপদেশ দেবে।

রণ। সখি, আমি করি কি?

সুর। নাসিকার ধ্বনি করে নিদ্রা যাও।

রণ। সখি, যার মন উচাটন তার কি নিদ্রা হয়?

সুর। রাই কিশোরি, তুমি আজো প্রেমের কলিকা, কার মুখে শুনেচ মন উচাটন হলে নিদ্রা হয় না; আমরা দেখে শিখিচি, ভুগে শিখিচি। বিরহিণী মুখে বলেন আহার নাই, কিন্তু ভোজনপাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্ম্মাণ করেন; মুখে বলেন নিদ্রা নাই, কিন্তু নাসিকাধ্বনিতে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে।

রণ। সখি, আমি যদি শয়ন করি অচিরাৎ অনন্তনিদ্রায় অভিভূতা হব।

সুর। একটা গোরুচরাণে রাখালের জন্যে? পোড়া কপাল আর কি! সূর্য্য উদয় না হতে হতে আমি তোমায় দ্বাদশটা রাখাল এনে দেব, বৎসরে বৎসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ বৎসর কেটে যাবে।

রণ। সখি, কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করেচেন, আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। কৃষ্ণপ্রেমে কুল দিয়েচি, এখন প্রাণ উপহার দিয়ে ধরাশায়িনী হই।

সুর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি।

[পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য।

সঙ্গীত। রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,
প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই,
বিফলে গেল যে রজনী।
প্রেম পিপাসায়, নাশে প্রমদায়,
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হতে কুলে কালী,
জলে বাঁধ্‌লেম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী,
বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী।

সুর। প্যারি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাত-ধরা, নিশ্বাস বন্ধ করা বই ত নয়। তোমার কৃষ্ণ আসবেন। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি।) ঐ শুন মুরলীবদন মুরলীধ্বনি করে মৃত জীবনে জীবন দিতেছেন।

কৃষ্ণবেশে শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য।

সুর। মদন-মোহন, মুরলী-বদন,
বল বিবরণ কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে সিন্দুর দিলে।

নরেশ-নন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিন-বাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন,
ফুলেচে নয়ন রোদন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই, তুল না তায়।
নীরবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন, জনান্তিকে সুরবালার প্রতি) সুরবালা তুমি দূতী?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি, আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা করতে পারি না।

সুর। শনিবারের জামায়ের মত ব্যস্ত হলে যে। তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু ভাই রাগে রগরগে, আঁচড়ালে কামড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্তগুলি কুন্দকলি; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

সুর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ?

সুর। হাতা পোড়া।

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান)

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি,
অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি,
ইন্দীবরনয়নে।
আমি আশা, তুমি ফল,
আমি তৃষ্ণা, তুমি জল,
বনমালী অবিরল,
প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ। অবলার মনে, এমন বচনে,
কেন অকারণে, হান হে বাণ।
স্বামীর চরণ, সতীর জীবন,
সদা আরাধন, পাইতে ত্রাণ।
কুলের রমণী, আইল আপনি,
হৃদয়ের মণি, দেখার আশে।
শেষ উপাসনা, অতীত যাতনা,
পূরিল বাসনা, বস না পাশে।

[পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি।

শিখ। (জনান্তিকে) তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম।

(মূর্চ্ছিত হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিত)

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েচেন।

সুর। (রণকল্যাণীর নিকটে গিয়া) দেখি।

রাজা। মেয়েটী অমন হয়ে পড়্‌ল কেন?

সুর। ভয় নাই, ওর ওরূপ হয়ে থাকে। ভাট্‌বামণের মেয়ে, গাছ্‌তলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েচে। কৃষ্ণ মহাশয়, কমলিনীকে কোলে করে নাট্যশালায় লয়ে চলুন, মুখে চকে জল দিলেই সুস্থ হবে।

রাজা। আহা! বিপ্রবালা অতিসুন্দর লীলা কচ্ছিল, আর বিলম্ব করো না, লয়ে যাও।

[রণকল্যাণীকে বক্ষে করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আমি বড় সম্প্রীত হইচি, এই মুক্তার মালা দুছড়া তোমাদের দুজনকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

সুর। মহারাজ দুঃখিনী বিপ্রকন্যাদের লীলায় সম্প্রীত হয়েচেন এই আমাদের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের ব্যবসায় নয়, মুক্তামালাগ্রহণে অস্বীকার মার্জনা কর্‌বেন।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। মেয়েটী বড় মিষ্টভাষিণী।

বকে। এ বেটী কোন পুরুষে বামণের মেয়ে নয়।

রাজা। কেন বকেশ্বর?

বকে। বামণের মেয়ে হলে ছান্‌লা-তলায় মেয়ের মায়ের স্বত গেলার মত কোঁৎ করে মালা গিল্‌ত।

রাজা। তোমার শাশুড়ী স্বত গিলেছিলেন না সুত গিলেছিলেন?

বকে। স্বতও না, সুতও না।

রাজা। তবে কি?

বকে। কেবল কলা।

[সকলের প্রস্থান।

—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড় মহিষীর পটমণ্ডপ।

শয্যোপরি গান্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা-সুশীলা আসীনা।

সুশী। মহারাজকে কখন্ ডাকতে বলিচি।—যে ভয়ঙ্কর কথা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ কচ্চেন, আর কাহাকে ত এখানে আসতে দিতে পারি না। সত্যপ্রিয় মকরকেতন সত্য কথা বলে এ সর্ব্বনাশ করেন—"পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম"।—আমার মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, মকরকেতন এখন পুজনীয় পুণ্যাত্মা। শৈবলিনীর নাম করে বলেন "সুশীলা, আমি পাপ হতে মুক্ত হইচি, আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দাও"।

গান্ধা। পাপীয়সী—পাপীয়সী—পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম—মন্থরা—

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! বাক্‌রোধ হয়ে মর্‌তেন ভালই হত। মকর কেতন যে অভিমানী, যদি বুঝ্‌তে পারেন তাঁর জননী এমন ভয়ঙ্কর পাপ করেচেন, আত্মহত্যা করবেন। মকরকেতনের মন বড় সরল, এ গরলে বিকল হয়ে যাবে।

রাজা, সমরকেতু, এবং কবিরাজের প্রবেশ।

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি; মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত, কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক-প্রকার উৎকট মনোবিকারজন্য উন্মাদ-বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।"

আমাদের মহিষীর ঠিক্ এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এ রোগে প্রাণের আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ।

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেইজন্যেই মা আমার এমন সঙ্কট রোগগ্রস্ত হয়েচেন।

কবি। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন কর্‌লেই অচিরাৎ আরোগ্যলাভ কর্‌বেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন

চিন্তামণিরসোনাম মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি॥

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত,—ধুনি, তুই সর্ব্বনাশী—(গান্ধারীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান।)

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বল্লেম, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে একবার দেখ্‌তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি, তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

রাজা। সমরকেতু, আমার বিপদের সীমা নাই। মহিষী যে সকল কথা ব্যক্ত কচ্চেন, শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র স্বভাব, শুন্‌লে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে, আমি তাই ভেবে দশ দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি।

সম। মকরকেতন কোন কথা শুনেচে?

রাজা। কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার একটা, ওখানকার একটা। কবিরাজ বলেন, যত ব্যাধি বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। মকরকেতনকে আমি এখানে থাক্‌তে দিই না; বিশেষ, আমি এখানে থাক্‌লে সে এ খানে আসে না।

সম। ধুনী দাই জীবিতা আছে?

সুশী। ধুনী বেঁচে আছে, কিন্তু তাকে অনেক দিন দেখি নি। মহিষী তাকে বড় ভালবাস্‌তেন, কিন্তু কয়েক বৎসর সে মহিষীর চক্ষের বিষ হয়েচে, তাই আর রাজবাড়ী এসে না।

গান্ধা। (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ) পাপীয়সী!—পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর!—প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গুমে গুমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও—সহস্র কলসী জল দাও, আরো জ্বলে। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গায় যত জল আছে, একেবারে ঢেলে দাও,—ও মা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্ব্বাণ হয় না, আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন!—খাণ্ডবদাহনে এত আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না, কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদয় শীতল সাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকা শক্তি তিরোহিত হল!

[পর্য্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন।

রাজা। গান্ধারি, তুমি রোদন কর কেন?

সম। অনুতাপ-তপ্ত মুখ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে!

গান্ধা। কৌশল্যা—বড় রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ—মন্থরার কু-

মন্ত্রণা—বামাবুদ্ধি—মহারাজ, মার্জ্জনা করুন।—পাপীয়সীকে পদাঘাত কল্লেন—পাপীয়সী পদাঘাতের পাত্রী, বেশ্ করেচেন।

রাজা। সমরকেতু, আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল। গান্ধারী উৎকট পাপে কলুষিতা হলেও আমার অনাদরের যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জীবনাধার মকরকেতনের গর্ভধারিণী। গান্ধারী যদি কোন পাপ করে থাকেন, এ ভীষণ অনুতাপে তার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত হয়েচে।

গান্ধা। আমি তোমার কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী;—ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেন? দন্ত দ্বারা অধর কাট্‌চেন কেন? আমি তোমার আদরমাখা গান্ধারী;—ও কি মহারাজ, এমন আরক্তলোচন কেন? পাপীয়সীকে মেরে ফেল্‌বেন?—মেরো না, মেরো না, মেরো না; স্ত্রীহত্যা কল্লে তোমার নির্ম্মল করকমল কলুষিত হবে।

রাজা। আমি এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না।—গান্ধারি, আমি তোমায় কখন বড় কথা বলি নাই, আমি তোমায় পদাঘাত কর্‌ব?

গান্ধা। মহারাজ কোথায়—আমার হৃদয়বল্লভ কোথায়!—আমার দশরথ কি রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করেচেন!—এই যে মহারাজ পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট কর্‌বেন বলে অসি উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে রয়েচেন।—মহারাজ, আমার মনে আর দ্বেষ নাই, আমার মনে আর হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামাহৃদয়, একটী স্নেহের সরোবর। যদি সাধ্যাতীত না হত, আমি এই দণ্ডে তোমার রামচন্দ্রকে মাতৃস্নেহ-সহকারে কোলে করে এনে তোমার কোলে দিতেম। বড় রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধুনী দাই আমার মন্থরা। বড় রাণীর সদ্যোজাত রাজদণ্ড-সুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার হিংসা হল,—আঃ! দুর্নিবার হিংসা, তুমি আর স্থান পেলে না, অভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কর্‌বের জন্নে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। (বক্ষে করাঘাত) অর্থপিশাচী ধুনী সর্ব্বনাশী বল্লে, মহারাজ স্বর্ণকৌটাগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতির মালা দান করেচেন। হিংসায় অন্ধ হলেম, ধুনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য নিধি,

বড় রাণীর বত্রিশ-নাড়ী-ছেঁড়া ধন, সোণার কটো শুদ্ধ, বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে।—বড় রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী, সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জেলে দিলেম; দিদি আমার পুত্রশোকে সূতিকাগারে প্রাণ-ত্যাগ কল্লেন; প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদ্‌লেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

সন। ধুনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ কেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়; গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ; পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল; আমি মণিপুর মহারাজের প্রিয়া মহিষী, পর্ণপর্য্যঙ্কে অবস্থান; মলিন-বেশে দীননেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুনী দাইয়ের পর্ণকুটীরে গেলেম; ধুনী দাইয়ের পায় ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম; বল্লেম, "ধুনি, মহারাজের জীবনাধার নব শিশু কোথায় রেখে এলি?" ধুনী বল্লে, "বিন্দু-সরোবরে।" তার সঙ্গে বিন্দুসরোবরে গেলেম, কত খুঁজ্‌লেম, বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্লে, রাখিবামাত্র কে তুলে নিয়ে গিয়েচে।

রাজা। হয় ত, আমার প্রাণপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু ধুনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ, বারণ করুণ। অন্নপ্রাণী দাইয়ের মেয়ে, ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ করতে বলুন।—মেরো না, মেরো না, মেরো না, সাত দোহাই সেনাপতি, ধুনীকে বধ করো না, আমার মকরকেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্লেম, সেই দিন বুঝ্‌তে পাল্লেম বড় রাণী কেন সূতিকাগারে প্রাণ ত্যাগ কল্লেন।

স্বর্ণ। বাবা, ধুনীকে মার্‌বেন না। তাকে মাল্লে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা, তুমি কেঁদো না, আমরা ধুনীকে কিছু বল্‌ব না।

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডি-বাহন! আমার প্রাণকান্তের প্রাণপুত্র শিখণ্ডিবাহন! তুমি দুষ্টদশাননকে

নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেচ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ;—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না,—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্ছি। (বক্ষে নখাঘাত) শিখণ্ডিবাহন! তুমি আমার বুক-জুড়ানে ধন, বাবা, তোমার মা নাই, আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা, বাবা, অভাগিনীকে একবার চাঁদমুখে মা বলে ডাক, আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি জাদু, তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক।—আহা! হা! প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল।—বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অবতার, কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কল্লে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্‌তে গিয়েচেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক। (দণ্ডায়মানা) মহারাজ, আর কেঁদো না, আমি তোমার হারানিধি কুড়ায়ে পেইচি, বিন্দুসরোবরে পড়েছিল, কোলে করে এনিচি, মায়ের মত কোলে করে এনিচি। মহারাজ, একবার কোলে কর, মণিপুর-সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতি-মালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে! ঐ দেখ কপালে রাজদণ্ড—শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড; বরণ কর্‌তে দেখ্‌তে পেলেম। মহারাজ, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি, শিখণ্ডিবাহন তোমার বড় রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন কর্‌বের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সম। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন কর্‌তে পারেন না। এটী সাধারণ ব্যাপার নয়!

গান্ধা। আহা মরি, কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে! শিখণ্ডিবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেচেন, আমার মকরকেতন ভরতের ন্যায় রাজচ্ছত্র ধরে দণ্ডায়মান।—বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা করো না; মকরকেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভালবাস্‌তে, এখন মকরকেতন তোমার সত্য সত্য কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপা-

আর জন্ম হয় নি, পুণ্যাত্মার জন্ম হয়েচে; মকরকেতন বল্লেন "মা, আমি তোমার মত হিংসুটে নই, আমি বাবার মত সরল"। আমার মকরকেতন কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আনি।

[পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং নিদ্রা।

সুশী। এই নিদ্রা ভাংলেই সহজ হবেন, ব্যাধির কোন চিহ্ন থাক্‌বে না।

রাজা। আশ্চর্য্য পীড়া। এ পীড়ার ঔষধ কি?

সম। এ পীড়ার ঔষধ অনুতাপ।

[রাজা এবং সমরকেতুর প্রস্থান—যবনিকা-পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রণকল্যাণীর অধ্যয়ন-কক্ষ।

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ।

নীর। এর নাম ছান্‌লা-তলা পার, এ ত বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে, কত বাজি হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গীত হবে, তেল সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে; ওমা! কিছুই না।

সুর। এ ত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত এক করা। মহারাজ বলেচেন, শিখণ্ডিবাহনকে সঙ্গে করে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবেন, সে খানে গিয়ে সমারোহ কর্‌বেন।

নীর। সে খানে গিয়ে বিয়ে দিলেই হত।

সুর। রণকল্যাণী যে প্রাণত্যাগ করে। রাসলীলায় শিখণ্ডিবাহনের বক্ষে উঠে পাগল হয়ে গেল। শিখণ্ডিবাহন কুসুমকানন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন, কানন-দ্বারে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরে কাঁদ্‌তে

লাগ্‌ল, বল্লে "তোমায় ছেড়ে দেব না" ; শিখণ্ডিবাহন বারংবার মুখ চুম্বন কল্লেন, বারংবার আলিঙ্গন কল্লেন, কত সান্ত্বনা কল্লেন, তবে শিবিরে ফিরে গেলেন। শিখণ্ডিবাহনের হৃদয়, ভাই, স্নেহের সাগর।

নীর। শিখণ্ডিবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আমি তার কথা বল্‌চি না, আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বল্‌চি।

সুর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন কর্‌তে লাগ্‌ল, বল্লে "সুরবালা, আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখে থাক্‌তে পারি না।" আমি মহিষীর কাছে সকল কথা বল্লেম ; মহিষী আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন ; রাজা শুনে আনন্দ-সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বল্লেন "বিষ্ণু-প্রিয়ে, আজ্ আমার জীবন সার্থক, অমন বীরকুল-কেশরী কন্দর্পকান্তি শিখণ্ডিবাহন আমার জামাতা হলেন"। মহারাজ আমার কাছে শিখণ্ডি-বাহনের উপর কমলমালা নিক্ষেপ করা অবধি কুসুমকাননের দ্বারে শিখণ্ডি-বাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দপ্রফুল্লমুখে শ্রবণ কল্লেন। মণিপুরেশ্বর রণকল্যাণীকে "কমলেকামিনী" বলেচেন বলে মহিষীর বা কত হাসি, মহারাজের বা কত হাসি। গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনু-মতি দিলেন। আমি ঘটক ঠাকুরুণের বেশে শিবিরে গিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুমকাননে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

নীর। বর-কনে কোথায় ?

সুর। কুসুমকাননে। রণকল্যাণী আহ্লাদে ফুলে দশটা হয়েচে, শিখণ্ডিবাহনকে পদ্মবন, তমালবন, নিধুবন, লতাকুঞ্জ, প্রস্রবণরাজি, হিম-সরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নীর। আহা! মনের মত স্বামী হওয়ার চাইতে রমণীর আর সুখ কি। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী, তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ করেছিল। রণ-কল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল।

সুর। রণকল্যাণীর যেমন মা, তেমনি বাপ। লোকে শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ বল্লেন, জারজ হউক আর নাই হউক, তা আমার

জানিবার প্রয়োজন নাই ; শিখণ্ডিবাহন সুপাত্র, রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনকে ভালবাসে, এই পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক।

নীর। শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা করবেন?

সুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্য সামন্ত সব ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ।

সুর। একা যে?

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

সুর। কুসুমকাননে মাধবীলতা কেড়ে নিয়েচে।

রণ। সুরবালা, আর কি সে ভয় আছে, পরিণয় শৃঙ্খল পায় দিইচি, যখন মনে করব শেকল ধরে টানব, আর হৃদয়ে এসে বিরাজ করবে।

সুর। শেকল ধরে না কি খেলায়?

রণ। ইচ্ছে কল্লে তাও পারি।

নীর। বালাই, অমন কথা কি বলতে আছে, স্বামী যে গুরুলোক।

সুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্লেই কেমন যেন সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয় বোধ হয় ; লম্বোদর, নামাবলিতে গাত্রাচ্ছাদন, আর্দ্রকলালঙ্কৃত মস্তক, কোশা কুশি নিয়ে বিব্রত, তিথি নক্ষত্র দেখে মেয়ের কাছে আস্‌চেন ; অমন স্বামীর পোড়া কপাল।

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও?

সুর। লড়ায়ে ম্যাড়ার মত। নেচে কুঁদে বেড়াবে, তুড়ি দিলেম থপ্ করে গায় এসে পড়ল, তার সময় অসময় নাই।

রণ। সুরবালা শূরবীর। তুই ভাই, একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস্। নীরদকেশীর মতে আমার মত, স্বামী গুরুলোক।

সুর। দেখ দিদি, ভক্তিভাণ্ড সাবধান, যেন গরুর গায় পা লাগে না, হাম্বা করে ডেকে উঠ্‌বে।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

[সুরবালার অলক ধরিয়া টানন।

সুর। ও কি ভাই, অলকাপহরণ কেন?

রণ। গরু-বাঁধা দড়া কর্‌ব।

সুর। যৌবনের গামলা পূর্ণ থাক্‌লে গরু বাঁধ্‌তে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি?

সুর। স্বামী যেমন গরুলোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন?

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই! মাকে বল্‌চেন, আর ছোট রাণীকে তিরস্কার করো না, ছোট রাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোণার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্লেন, সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড়ো থাকৃত।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে?

সুর। তোমার কথা, না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি? এক জীবন, এক অধ্যয়ন, এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। দূর্ পোড়াকপালী।

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক, কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েচে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আট্‌চালা। সুরবালা না থাক্‌লে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভালবাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

বস ভাই, এই সিংহাসনে বস, তোমার বামপাশে রণকল্যাণীকে বসিয়ে দিই, যুগল রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি।

[শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর সিংহাসনে উপবেশন।

শিখ। সুরবালা কই?

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের কুন্তল শিথিল করিয়া দিতে দিতে) সুরবালার জন্যে দিশে-হারা হলে দেখ্‌চি যে।

শিখ। সুরবালা সুমধুরহাসিনী, মকরন্দভাষিনী; সুরবালাকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীর। রণকল্যাণীকে দেখ্‌লে তোমার আনন্দ হয় না?

শিখ। রণকল্যাণীকে আর ত আমি দেখ্‌তে পাই না। রণকল্যাণী আর শিখণ্ডিবাহন একাঙ্গ হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েচে।

রণ। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাব।

শিখ। বরের বাড়ী কনে যায়, না কনের বাড়ী বর যায়।

নীর। আমি পাণ আনি।

[প্রস্থান।

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া) যাবে ত, যাবে ত? আমি বাবাকে বলিচি, শিখণ্ডিবাহনকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যেতে হবে।

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি রাজ্যেশ্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া।

রণ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

শিখ। মহারাজও তাই বল্‌ছিলেন।

রণ। তবে যাবে বল, বল, বল।

শিখ। তুমি আমার ইন্দীবরাক্ষী রাজলক্ষ্মী, তোমার কথায় কি আমি না বল্‌তে পারি।

[নয়ন-চুম্বন।

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে ?

শিখ। মকরকেতনকে।

রণ। আর সুশীলাকে। সুশীলার বড় শান্ত স্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে রাখ্‌ব।

শিখ। মহারাজ সুশীলাকে, বোধ হয়, যেতে দেবেন না।

রণ। আমি মহারাজের কাছে বিনয় করে বল্‌ব, মহারাজ তোমার দুঃখিনী "কমলেকামিনী" অমূল্য মুক্তামালা গ্রহণ করে নাই, সেই দুঃখিনী "কমলেকামিনী" এখন ভিক্ষা চাচ্চে ভগিনী সুশীলাকে কিছু দিনের জন্যে "কমলেকামিনী"র আরাধ্যা সঙ্গিনী হতে দেন।

শিখ। "কমলেকামিনী" যদি এমন মধুর বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশীলা কেন, মহারাজ সর্ব্বস্ব দিতে পারেন।

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় আনন্দ হবে। সুশীলাকে আমার শ্বেতহস্তী দেখাব ; সে বড় শান্ত হাতী ; সুশীলা শ্বেতহস্তীর গায় হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেতহস্তী দেখ নি, তোমাকেও আমি শ্বেত-হস্তীর কাছে নিয়ে যাব। ব্রহ্মদেশে যেমন পুষ্প আছে এমন আর কোন দেশে নাই। সুশীলাকে কাঞ্চন টগর দেখাব, কন্দর্প চাঁপা দেখাব, স্থলপদ্ম দেখাব, শ্বেতপদ্ম দেখাব, নীলপদ্ম দেখাব।

শিখ। নীলপদ্ম এখানে আছে।

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীলপদ্ম হতে হয় না।

শিখ। তবে এ দুটী কি ?

[অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ।

রণ। ও যার নীলপদ্ম তার নীলপদ্ম, সকলের নয়।

শিখ। (দুই হস্তে রণকল্যাণীর কপোলযুগল ধারণ করিয়া নয়ন-নিরীক্ষণ) না প্রাণেশ্বরি, তোমার নয়ন প্রকৃত নীলপদ্ম।

রণ। কবির নীলপদ্ম, প্রণয়ীর নীলপদ্ম, আমার শিখণ্ডিবাহনের নীলপদ্ম ; হয় ত মকরকেতনের বেগুণ ফুল।

শিখ। মকরকেতন কি অন্ধ ?

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরমসুখী।

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখ্‌লে না?

শিখ। আমি ত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে, আপনি গিয়ে ঘোম্‌টা খুল্‌ব।

রণ। বউটী আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা, ষোল বৎসর বয়েস্ হয়েচে আজ্ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্ বউ?

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার করণীয় ঘর।

রণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠ্‌ল।

সুরবালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ।

সুর। ও কি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুন্‌খুড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল; বলে, আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্‌ব না; আবার বলে, আমার চুল নাই, নন্দাই দেখে হাস্‌বেন; আমার হাত দুখানা আঁচ্‌ড়ে কালা কালা করে দিয়েচে; মহিষী কত ভৎর্সনা কল্লেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা।

[গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ।

রণ। মুখ দেখাও না?

সুর। আমাদের বড় ভাজ্, তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী।

[প্রণাম।

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদনখানি খুলে দিই।

[অবগুণ্ঠন-মোচন—সকলের হাস্য।

শিখ। এ যে আশী বছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ! আবার জিব মেলিয়ে রয়েচেন, পাকা চুলে সিঁতি পরেচেন।—তোমাদের দিব্বি বউটী।

সুর। আর ভাই, বুড় হক্ হাবড়া হক্, দাদার কোল-জোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েচে।—কাদের বুড়ী?

সুর। যার খেয়েচ তালের মুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী, আমাদের দিদি মা।

নীর। বউ দেখ্লে, মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদি মাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ, আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমি ত আর মালা বদল কচ্চ না।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্‌তেম।

বউ। হ্যাঁলা রনকললি, তোর এ কেমন বিয়ে?

রণ। দিদি মা, আমার 'ওঠ্ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে'।

বউ। তারি মতন ত দেখ্‌চি। তুই আমার বীরভূষণের একটী মেয়ে; কত বাজ্‌না গাওনা হবে, নগরময় নবদ বস্‌বে; ওমা! কোন ঘটা হল না।

রণ। দিদি মা, খুব ঘটা হয়েচে।

বউ। কিসের ঘটা?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা না। তুই মনের মত নাগর পেয়ে আজ্ ছ দিন হেসে রাজধানীটে হাস্যার্ণব করে ফেলিচিস্।

রণ। দিদি মা, তোমার নাত্‌জামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদি মা, বরের কোলে মিতবর ছিল না বলে নীরদকেশী বড় দুঃখ করেচে, তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। নীরদ আমার বড় নরু, যত নষ্ট সুরবালা আর রনকলনী।—নাত্‌জামাই, তুমি নবীন দন্‌তে দুই শালীর নাক কান কেটে নাও।

রণ। দিদি মা, তুমি এক বার তোমার নাত্জামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক্।

বউ। তোর নবকাল্তের নবীন বয়েস্, ও কি আমার ভর সইতে পার্‌বে?

সুর। দিদি মা, তোমাতে আর আছে কি, কখান গোহাড় বই ত নয়। এস, এক বার মিতবর হয়ে বস।

[সুরবালা এবং রণকল্যাণী বউকে ধরিয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে প্রদান।

বউ। হল ত, তোদের নয়ন ত জুড়াল। (সিংহাসনে উপবেশন) নাত্জামায়ের নামটী বড় নতুন, শিখন্নিবাহন। (শিখণ্ডিবাহনের চিবুক ধরিয়া) আমার রনকননীর শিখন্নিবাহন।

শিখ। দিদি মা, ন-টা কি তোমার নাগরের নাম, তাই ধর্‌তে পার না?

বউ। ন-টা আমার নাত্জামাই, আমার রনকননীর নবীন নাগর। আহা সুখে থাক, নবোঢ়া রানী নিয়ে অনন্ত কাল রাজ্য কর।—রনকননী বড় রানীর বড় দুঃখের ধন, তেমনি জামাই হয়েচে। বীরভূষনের আনন্দের সীমা নাই।

রণ। দিদি মা, শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে একটু রসিকতা কর, তা নইলে আমি কাঁদ্‌ব।

বউ। নাত্জামাই?

শিখ। কি বল্‌চ, দিদি মা?

বউ। রনকননীকে দিলে কি?

শিখ। মূল হতে আগা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণটা।

বউ। রত্নভূষন?

শিখ। রত্নভূষণের অভাব কি?

বউ। সাদায়ে লৌকা দুলি,
বাখরগন্জে চাল ভরলি,

করূব মহাজলি,

আলূব গদমুক্ত কিলি,

দিব লাকে, করূবে ধল মল,

প্পাল আর দুটো মাস থাক।

শিখ। দিদি মা যে জোর করে প্পাল বল্লেন, আমি ত ভাই চমূকে উঠিচি।

স্বর। বুঝ্তে পেরেচ?

শিখ। কতক কতক।

স্বর। সাজায়ে নৌকা দুনি,

বাখরগঞ্জে চাল ভরনি,

করূব মহাজনি,

আনূব গজমুক্তা কিনি,

দিব নাকে, করূবে ঝল মল,

প্রাণ আর দুটো মাস থাক।

বউ। বসলূত অশালূত, বিলা প্পাল-কালূত

একালূত প্পালালূত লিতালূত মরি।

বিরহ-সলিল বসলূতে বাড়িল,

ডুবিল ডুবিল যৌবলতরি।

স্বর। দিদি মা, পঞ্চবাণের শ্লোকটা বল্‌বে কি?

রণ। না দিদি মা, সে শ্লোক বলে কাজ নাই।

শিখ। কল্যাণ, আমায় এখনি যেতে হবে।

রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে দিলে বুঝি।

শিখ। তুমি আমার কেবল কল্যাণ।

স্বর। রণকল্যাণি, তুমি শিখণ্ডি ছেড়ে দিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে বাহন কর।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় কি আমরা রণকল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি?

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতে পারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুন, কথার শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্য শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন?

সুর। রণকল্যাণী দশ দিকে শিখণ্ডিবাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্ অন্ধকার দেখি।

[মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।

সুর। শিখণ্ডিবাহন, তুমি যেও না। (রোদন) রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্‌তে পার্‌ব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া) সুরবালা, আমার বড় সাধের শিখণ্ডি-বাহন আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব; আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন, আর কেঁদ না দিদি; তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা, প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া) কবে আস্‌বে, তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার জীবন-

যাত্রার কল্যাণ। (মুখ-চুম্বন) তুমি আর কেঁদ না কল্যাণ, আমি যদি মহারাজকে বলতে পারি আমি কালই আস্‌ব।

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্‌তে বারণ করেচেন। তিনি বলেচেন, মণিপুর-মহারাজ যখন তোমাকে কাছাড়-সিংহাসনে বসাবেন, সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ কর্‌বেন।

শিখ। আমার সে কথা স্মরণ আছে। বিবাহের কথা প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নাই; মহারাজ জানেন আমি জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্‌তে এসিচি।

বউ। নাত্‌জামাই বাম জঙ্ঘা দেখ্‌লে ভাল, শিখণ্ডিবাহনের দর্‌শনে পর্‌শনে মুক্তি।

শিখ। সুরবালার হাস্যমুখখানি চিকণমেঘাবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে।

সুর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েচে। রণকল্যাণীর কাঁচা প্রাণ, তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্‌তে পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ, বুঝালে বুঝ্‌বে না, নাবে না, শোবে না, ঘুমাবে না, কেবল বসে বসে কাঁদ্‌বে।

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।

রণ। না শিখণ্ডিবাহন, সুরবালা বাড়িয়ে বল্‌চে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—মণিপুর-মহারাজের শিবির।

রাজা এবং সমরকেতুর প্রবেশ।

রাজা। কবিরাজ মহাশয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ। অদ্য মহিষী একবারও মূর্চ্ছিত হন নি; মহিষী সম্যক্ সুস্থা হয়েচেন। পরমানন্দে মকরকেতনের ছেলেটী লয়ে খেলা কচ্চেন। সে সকল কথার চিহ্নও নাই। সে সকল কথা যে বলেচেন, তাও তাঁর কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সম। পরম সুখের বিষয়।

রাজা। শান্তিরক্ষককে কি লিখেচ?

সম। ধুনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট হতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে লয় এবং সে সমুদায় অবিলম্বে আমার নিকটে অবিকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট রাণীর স্থানে নষ্ট লোক লেখে।

রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অসম্ভব নয়; অন্য লোকের চক্ষে ধূলা না দিতে পারেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি আমার সত্যপ্রিয় মকরকেতনের চক্ষে ধূলা দেওয়া যাবে।

সম। চেষ্টা করা যাক্, যত দূর সফল হওয়া যায়। মকরকেতন শিখণ্ডিবাহনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভক্তি করে; শিখণ্ডিবাহন তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রমাণ হয়, সে আনন্দে উন্মত্ত হবে, অন্য কোন বিষয় আন্দোলন করবে না।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ করে, সতত মকরকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত স্বভাব; যদি স্বচ্যগ্রে তার গর্ভধারিণীর কোন দোষ শুনতে পায়, সর্ব্বনাশ করবে।

সম। মহারাজ নির্ভয়ে থাকুন। আমি মকরকেতনের স্বভাব বিশেষ-রূপে পরিজ্ঞাত; সে পৃথিবীর কাহাকেও মানে না, কিন্তু শিখণ্ডিবাহনকে পূজা করে। শিখণ্ডিবাহন অনুরোধ কল্লে সে নিজ মস্তক ছেদন করতে পারে। শিখণ্ডিবাহনের স্নেহবাক্যে মকরকেতনের ঔদ্ধত্য শমতা প্রাপ্ত হবে।

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন ?

সম। ত্রিপুরাঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন ?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড়-সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর-সিংহাসন মকরকেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করেচে, তিনি একপ্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধি করা হয়, বোধ হয়, তাঁর স্থির সংকল্প।

শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শিখণ্ডিবাহন, বকেশ্বর এবং পারিষদগণের প্রবেশ এবং উপবেশন।

শশা। মহারাজ, একখানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের ?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখেচেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি-পাঠ)

প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়-
বীরত্ববিভূষিত রাজশ্রীরাজাধিরাজ মহারাজ
গম্ভীরসিংহ অলৌকিকভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু

ভ্রাতঃ,

অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড়-রাজধানীর যাবতীয় অমাত্য পরমানন্দ-

সহকারে সম্মতি দান করেচেন। অস্মদ্ আপনার অনুগত, বশী-ভূত, পরাজিত; ভবদীয় প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখণ্ডি-বাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন; কাছাড়-সিংহাসনে শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম অভিমত। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম-সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। হে ভ্রাতঃ, এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—কল্য প্রাতে মদীয় দীন-ভবনে আপনি সপরিবারে বান্ধবসমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়-সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন, পরিশেষে উভয় রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উভয় রাজা একত্রে আহার করিবেন। একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি

অনুগতানুজ রাজশ্রীবীরভূষণ।

রাজা। চমৎকার লিপি।

সম। ব্রহ্মাধিপতি সমুদয় সৈন্য সামন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেচেন, অবিশ্বাসের কারণ নাই।

রাজা। লিপিখানি সরলচিত্তে চিত্রিত।

শশা। পরাজিত ভূপতি কৌশলাবলম্বী; লিপিখানি সম্পূর্ণ সন্দেহ-শূন্য না হতে পারে।

সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের অভিপ্রায় কি?

শিখ। লিপিখানি সম্মানে পরিপূর্ণ, সরলতা-লেখনীতে লিখিত।

সর্ব্বে। ব্রহ্মাধিপতি অনুতাপে পরিতপ্ত; সারল্যাবলম্বন অনুতপ্ত চিত্তের মুক্তি।

রাজা। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত।—বকেশ্বরের মুখে এত হাসি কেন?

বকে। ভ্যালা লিপি লিখেচে মহারাজ; যে দুটো কথা পৃথিবীর

সার, সে দুটোই লিপিতে বিরাজমানা; সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে; ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো ?

বকে। "আহার" আর "ভোজন"। ব্রহ্মাধিপতির চমৎকার বর্ণবিন্যাস—"ভোজন বন্ধুতার জীবন"। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচকেরা বল্তে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্লে ভাল হত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ, তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাছি; কাব্য-কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না, কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে, ভন্ করে সেই খানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকাশ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি"।

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন"।

বকে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে ?

বকে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায়, তিনিই সত্যবন্ধু।—ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন

সত্য বন্ধু হতে চাও,
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পঙ্‌ক্তিগুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বকে। লিপির পঙ্‌ক্তিগুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত ?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশা। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে ?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।
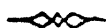
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-রাজধানী।

রাজসভা—মধ্যস্থলে শূন্য সিংহাসন—দক্ষিণ পার্শ্বে বীর-
ভূষণ, ব্রহ্মসেনাপতি, ব্রহ্মাধিপতির পারিষদগণ এবং
কাছাড়ের অমাত্যগণ—বাম পার্শ্বে রাজা,
শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমর-
কেতু, শিখণ্ডিবাহন, মকরকেতন,
বকেশ্বর এবং মণিপুরের
পারিষদগণ আসীন।

ব্রহ্মসেনা। (বীরভূষণের প্রতি) মহারাজ, আমি পরাজয়ে জয় লাভ করিচি; পরাজয়ের কল্যাণে বীরকুলাভরণ শিখণ্ডিবাহনের অকৃত্রিম প্রণয় লাভ হয়েচে। শিখণ্ডিবাহনের সুমধুর স্বভাব যিনি অবগত হয়েচেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার কর্‌বেন, শিখণ্ডিবাহনের প্রণয়ের সঙ্গে একটা রাজত্বের বিনিময় হার্ নয়।

বীর। শিখণ্ডিবাহন তোমার প্রধান শত্রু, শিখণ্ডিবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে মণিপুর-শিবিরে বন্দী করে রেখেচেন; তোমার মুখে যখন শিখণ্ডিবাহনের এমন বর্ণনা, তখন শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

প্র, অমা। মহারাজ, শিখণ্ডিবাহনের আন্তরিক মহত্বে মুগ্ধ হয়েই ত আপনি অবিবাদে কাছাড়-রাজত্ব শিখণ্ডিবাহনকে অর্পণ কর্‌তে সম্মত হলেন।

রাজা। মহতেই মহত্বের অনুরাগী হয়। মহারাজ মহাশয়, আপনার

সম্মান এবং স্নেহগর্ভ আহ্বানে আমি যার-পর-নাই অনুগৃহীত এবং সম্প্রীত হইচি। আপনি আমাকে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করলেন। আপনার আপত্তি অতীব অনুকূল।

বীর। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম-সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বক্তব্য আছে।

সম। ত্রিপুরাঠাকুরাণী এই স্থানেই আগমন করবেন।

রাজা। তুমি কি সুবর্ণ কৌটা দেখেচ?

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুনলেম, কৌটাটী নষ্ট হয় নাই।

রাজা। আমি ভিন্ন সে কৌটা আর কেহ খুলতে পারে না। আমি যদি সে কৌটা প্রাপ্ত হই, আর তার ভিতরে যদি মণিপুর-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ গজমতির মালা পাই, তা হলে আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বীর। মহারাজের সকল কথা আমার বোধগম্য হচ্চে না।

রাজা। মহারাজ, সকলেই অবগত আছেন, আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র সূতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধুনী দাই এ অপহরণের মূল। ধুনী দাই জীবিতা আছে। আমার অনুজ্ঞানুসারে মণিপুরের শান্তিরক্ষক ধুনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েচে।

বীর। সে লিপি কোথা?

শশা। আমার নিকটে।

রাজা। সভার সমক্ষে লিপি পাঠ কর।

শশা। যে আজ্ঞা। (লিপি-পাঠ)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সমরকেতু সেনাপতি

মহোদয় অমিতপ্রতাপেষু

অনেক অনুসন্ধানের পর ধনমণি ধাত্রীকে ধৃত করিয়াছি। আপনার দ্বিতীয় অনুজ্ঞা আগত না হওয়া পর্য্যন্ত ধনমণি বিহিত-প্রহরি-পরিবেষ্টিত কারাগারে নিহিতা। ধনমণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজপুত্রাপহরণবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ

করিল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লীর প্রান্ত ভাগে নিবসতি করিত। কাহারো সহিত কথা কহিত না, কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম!" বলিত। ধুনী দাই যেরূপ বলিল, তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনী দাই। আমার বয়স্ সাড়ে সতের গণ্ডা। আমি রাজবাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড় রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড় রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্লেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড় রাণী ময়ূর-চূড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোণার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে কোন নষ্ট লোক আমাকে সোণার সাতনরী দিয়ে বল্লে "সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়"। আমি সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দুসরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড় রাণীর কোলে দিয়ে আসি। তখনি বিন্দুসরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোণার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোণার কটো পড়ে থাক্‌ত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্লেন "ধুনী, তোরে দশছড়া সোণার সাতনরী দিচ্চি, তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়;" তিনি আমার সঙ্গে বিন্দুসরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায় ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না; আমায় কত গাল্ দিলেন, বল্লেন সোণার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলিচিস্। আমি কত দিব্বি কল্লেম, তা তিনি শুন্‌লেন না; আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম, আমি তাঁকে তখনি বল্‌তেম; তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম, এখন বল্‌তে ভয়

কত্তেম না; কারণ, এখন আমি যমের বাড়ী যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইচি, কেবল পথ পাচ্ছি না।”

বীর। শিখণ্ডিবাহন কি ত্রিপুরাঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র?

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেই ভাল হয়।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরাঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র নন। ত্রিপুরাঠাকুরাণী বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মণিপুরে ছিলেন, তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি পরে তীর্থ-দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে দেখা গেল, তাঁর অঙ্কে শিখণ্ডিবাহন তাঁর পুত্রস্বরূপ শোভা পাচ্চেন।

সম। তখন শিখণ্ডিবাহনের নাম শিখণ্ডিবাহন ছিল না। ত্রিপুরাঠাকুরাণী শিখণ্ডিবাহনকে কুড়ানচন্দ্র বলে ডাক্‌তেন। আমার কাছে যখন ত্রিপুরাঠাকুরাণী কুড়ান-চন্দ্রকে শিক্ষার নিমিত্ত দিলেন, আমি তার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহিত হলেম এবং কুড়ান পরিবর্ত্তে শিখণ্ডিবাহন নাম দিলাম।—ত্রিপুরাঠাকুরাণী উপস্থিতা, তাঁর নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ত্রিপুরাঠাকুরাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বে। (ত্রিপুরাঠাকুরাণীর প্রতি) মা, আপনি সভামণ্ডপে উপস্থিতা। মণিপুর-মহীশ্বরের এবং ব্রহ্মদেশাধিপতির অবস্থানে সভা অমরাবতীর সভার ন্যায় শোভা পাচ্চে। আপনি মহারাজদ্বয়ের সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করে সত্য কথা ব্যক্ত করুন। শিখণ্ডিবাহন আপনার গর্ভজাত পুত্র কি না, এবং যদি গর্ভজাত পুত্র না হন, তবে কিপ্রকারে শিখণ্ডিবাহনকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে বলুন।

ত্রিপু। আমি চিরদুঃখিনী; আমি বড় আশা করে রইচি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর কর্‌ব; আমি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দেবার কত চেষ্টা কর্‌লেম, একটী পাত্রীও বাবার মনোনীত হল না।

শিখ। মা, আমি যদি আপনার গর্ভজাত পুত্র না হই, তাতে আপ-

নার সংসার-সুখের ব্যাঘাত কি? আমি আপনার যে পুত্র সেই পুত্রই থাক্‌ব, আমি আপনাকে যাবজ্জীবন জননী বলে ভক্তি কর্‌ব, আমার স্ত্রী আপনার দাসী-স্বরূপ আপনাকে পূজা কর্‌বে।

ত্রিপু। বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমার মিষ্ট কথা শুন্‌লে তুমি যে আমার গর্ভজাত পুত্র নও তা বল্‌তে আমার বুক ফেটে যায়।

শিখ। মা, যদি আপনার অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, বল্‌বেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পুত্র বলে এত কাল পরিচিত, এখনও তাই থাক্‌ব। আমি দুঃখিনীর পুত্র, স্বীয় বাহুবলে রাজ্য লাভ করে দুঃখিনী মাতাকে রাজমাতা করে পরমসুখী হব।

ত্রিপু। বাবা, তুমি চিরজীবী হয়ে থাক, এই আমার বাসনা। তোমার মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন সার্থক; মরণকালে তোমার হাতের এক গণ্ডূষ জল আমার মুখে পড়্‌লেই আমার স্বর্গলাভ হবে। বাবা, আজ্‌কের রাজসভা আমার পক্ষে প্রভাস তীর্থ, যশোদার মত আজ্‌ আমি গোপাল হারালেম, এত সাধের শিখণ্ডিবাহন আজ্‌ আমার পর হল।

রাজা। দিদি ঠাকুরুণ, আপনি কাঁদেন কেন? আপনি সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, শিখণ্ডিবাহন আপনার কখন পর হবে না।

শিখ। মা, আপনার যদি মনে কষ্ট হয়, আপনি কোন কথা প্রকাশ কর্‌বেন না।

ত্রিপু। বাবা, আমার মনে কষ্ট হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্লে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, সেইজন্যেই মহারাজের সমক্ষে আমি সকল কথা ব্যক্ত কর্‌তে সম্মত হইছি।

শশা। মা, আপনি ত সেনাপতি মহাশয়কে সকল কথা বলেচেন; এখন মহারাজের সমক্ষে আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে মহারাজকে সুখী করুন।

ত্রিপু। শিখণ্ডিবাহন আমার গর্ভজাত পুত্র নন।

সর্ব্বে। নীরব হলেম কেন? শিখণ্ডিবাহনকে তবে কিপ্রকারে পেলেন?

ত্রিপু। মহারাজ, বৈধব্যযন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই; আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তেম না, কোন কথায় কাণ দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ কর্‌লেম, যে ক দিন বেঁচে থাকি তীর্থদর্শনে জীবন যাপন কর্‌ব, আর সুখশূন্য ঘরে ফিরে আস্‌ব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রিযোগে একাকিনী তীর্থযাত্রা কর্‌লেম। বিন্দুসরোবরের তীর দিয়ে গমন কর্‌চি এমন সময় সদ্যোজাত সন্তানের রোদনশব্দ শুন্‌তে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখ্‌লেম একটী ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদ্‌চে, এবং ছেলের পার্শ্বে একটী সোণার কৌটা রয়েচে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটী কোলে করে নিলেম, এবং সোণার কৌটাটী তীর্থযাত্রার ঝুলিতে বাঁধ্‌লেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন কর্‌লেম। বাড়ীতে ফিরে আস্‌বের বাসনা ছিল না। শিশুটী পাঁচ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের মত দেখাইতে লাগ্‌ল; তার মিষ্ট কথা শুন্‌বের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত। এক দিন একজন সন্ন্যাসী শিশুটী অবলোকন করে আমায় বল্লেন, "মা, এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌ছি, এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে; আপনি বাড়ী ফিরে যান্, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখ্‌বেন আমার উক্তি ফলবতী হবে।" এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম, এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা কর্‌তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ান-চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডিবাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভালবাস্‌তেন, আমার এক এক বার সন্দেহ হত, হয় ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্প দিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের অনুগ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন; কাছাড় যুদ্ধে জয়লাভ করেচেন, আজ্ রাজত্বে অভিষিক্ত হবেন।

শশা। সোণার কৌটাটী কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোণার কৌটা খুল্‌তে পার্‌লেম না; বোধ হয়, কৌটাটী খোলা যায় না। ভাব্‌লেম, শিখণ্ডিবাহনের স্ত্রীকে কৌটাটী যৌতুক দেব।

সম। কৌটাটী এনেচেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা কৌটাটী আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ) এ স্বুবর্ণ কৌটাটী আমার, একজন যুবা স্বুবর্ণকার স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটী প্রস্তুত করে আমায় দেয়, আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই; কৌটার চাবি নাই, কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতিসহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি-মালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটী বড় রাণীর হস্তে সূতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটার তালা উদ্‌ঘাটন) এই দেখুন সেই গজমতিহার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতি-মালা-প্রদান) আমার প্রমীলা যদি আজ্ জীবিতা থাক্‌তেন, প্রাণপুত্রের মুখ চুম্বন করে চরিতার্থা হতেন।—বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভালবাস্‌তেম। তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার রণপাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতি-মালা দিতে বাসনা করেছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ্ প্রাণপুত্র বলে দান কর্‌লেম। আমার সুখের পরিসীমা নাই। কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্‌তেম, শিখণ্ডিবাহন পাটরাণী প্রমীলা দেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধিপতির আপত্তি খণ্ডন কর্‌তে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল। ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন জারজ সত্বেও শিখণ্ডি-

বাহনকে রাজা কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলেন; একণে প্রমাণ হল শিখণ্ডিবাহন মণিপুরের যুবরাজ; অম্বেশ্বর বোধ করি এখন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়-রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌তে পরমসুখী হবেন।

বীর। আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য। বড় রাণীর সদ্যোজাত শিশু কোন নষ্ট লোকের কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নষ্ট লোকটা কে?

সম। তা জেনে, প্রমাণের কোন পোষকতা হবে না; প্রমাণের পোষকতার কোন আবশ্যকতাও নাই।

বীর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তার প্রচুর প্রমাণ হয়েচে। রাজবাড়ী হতে রাজপুত্র অপহরণ অতীব আশ্চর্য্য, এইজন্যে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি, নষ্ট লোকটা কে?

শশা। নষ্ট লোকের নাম, বোধ করি, ধুনী দাই ব্যক্ত না করে থাক্‌বে।

বীর। ধুনী দাই যেরূপ অসঙ্কুচিত-চিত্তে সত্য কথা বলেচে, তাতে নষ্ট লোকের নাম গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সর্ব্বে। নষ্ট লোকের নাম-উল্লেখে উপস্থিত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, কিন্তু কাহারো না কাহারো মনে ব্যথা জন্মিতে পারে।

বীর। মহারাজ জানেন কি না?—আপনার বদন অতিশয় বিরস হল; মার্জ্জনা কর্‌বেন, আমি প্রশ্ন রহিত কর্‌লেম।

মক। মণিপুর-মহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন নষ্ট লোকটা কে, কেবল কলঙ্কের ভয়ে বল্‌তে সাহস কচ্চেন না।

সম। মকরকেতন, তুমি কি কথা না কয়ে থাক্‌তে পার না; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে, সে খানে তোমার বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?

মক। প্রয়োজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত।—নষ্ট লোক মণিপুর-মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপীয়সী জননী—

[ধরণীতলে পতন।

রাজা। শিখরকেতু, আমি যে ভয় করেছিলেম তাই ঘট্‌ল, মকরকেতন মূর্চ্ছিত হয়েচেন। (মকরকেতনকে ক্রোড়ে লইয়া) বাবা মকরকেতন, তুমি স্থির হও, তুমি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলো না; তোমার কাতর দেখ্‌লে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মক। পিতা, আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হয়েচে; পিতা, আমার আশা আপনি পরিত্যাগ করুন, আমি এ পাপ জীবনে এই দণ্ডে জলাঞ্জলি দেব; আমায় অনুমতি দেন, আমি পাপীয়সী জননীর মস্তক ছেদন করি। আমায় ছেড়ে দেন, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। পিতা, আমি সকল সহ্য কর্‌তে পারি, পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের ঘৃণা সহ্য কর্‌তে পারি না।

[রোদন।

শিখ। (মকরকেতনের গলা ধরিয়া) মকরকেতন, তোমায় আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাস্‌তেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত কনিষ্ঠ সহোদর।

মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জন্ম বলে আমায় ঘৃণা কর্‌বেন না;—আমি পাপাত্মা, তোমার সহোদরের যোগ্য নই।

শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে দেখ্‌চি যে। তুমি স্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে পরমসুখে রাজ্য কর্‌ব। তুমি মণিপুরের রাজা হবে, আমি কাছাড়ের রাজা হব।

মক। দাদা, আমায় আর রাজ্যের কথা বল্‌বেন না। আমি পাপাত্মা, আমার জননী—

শিখ। আবার ঐ কথা। তুমি কি আজ্ আমার উপদেশ অবহেলা কর্‌বে?

মক। দাদা, আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আপনাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি; আপনি আমায় যা কর্‌তে বলেচেন, আমি তাই কর্‌চি; আপনি আমায় যা কর্‌তে বল্‌বেন, তাই কর্‌ব; কিন্তু দাদা, আমার এক ভিক্ষা, আমায় কখন রাজা হতে বল্‌বেন না; মণিপুর-রাজ্যও আপনার, কাছাড়-রাজ্যও আপনার;

আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন, তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেচ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি; তুমি রাজা হলে আমার মনে যত আনন্দ হবে, আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। ভাই, তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা, আপনি আমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুন্‌লেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেচেন, তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়-রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। দ্বেষ।

সর্ব্বে। বাজ।

বক্কে। হাঁড়ী গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর?

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন?

বক্কে। আপনি আজ্ঞা না করে যেজন্যে বর্ম্মা পনি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝ্‌তে পারেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন, না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন?

বক্কে। এ অভিপ্রায় কখন প্রকৃত হতে পারে না।

বীর। কেন?

বক্কে। তা হলে কলায়ের যা আয়োজন করেচেন, সব বৃথা হয়ে যাবে। আয়োজন ত সাধারণ নয়;—চন্দ্রপুলির হিমাচল, ক্ষীরচাপার নৈমিষারণ্য, কাঁচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির রামরাবণে যুদ্ধ, পায়সের জলপ্লাবন, চিনির বালি-আড়ি।

বীর। আমি প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিচি।

বক্কে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল—

সম। মহারাজ স্পষ্ট করে বলুন, আমরা সেইরূপ কার্য্য করি।

বক্কে। মহারাজ, এখন ভোজনের সময়, ভোজন সমাপন করুন, তার পর ভোজনান্তে এ কথার মীমাংসা হবে।

বীর। এতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আছে।

সম। ব্রহ্মাধিপতির মতিচ্ছন্ন হয়েচে।

বক্কে। তা হলে, অত চন্দ্রপুলি গড়ে উঠ্‌তে পারতেন না।

শশা। আপনার অভিপ্রায় কি প্রকাশ করে বলুন, আমরা আমাদের শিবিরে চলে যাই।

বক্কে। না খেয়ে? মন্ত্রিমহাশয় মানুষ খুন করতে পারেন।

বীর। বক্কেশ্বর, আমি প্রতিজ্ঞা করচি, তোমায় আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব না।

বক্কে। মহারাজের কথাগুলিই চন্দ্রপুলি।—মনে কপটতা থাক্‌লে মুখ দিয়ে এমন সরল চন্দ্রপুলি নিঃসৃত হয় না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, মহারাজের স্কন্ধহতে দুষ্ট সরস্বতীকে দূরীকৃত করুন—নিদেনে ভোজনপর্য্যন্ত।

সর্ব্বে। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের অধিপতি করতে মহারাজের কি যথার্থই অমত?

বীর। সম্পূর্ণ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের হাস্য-বদন দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি। এরূপ রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখে শিখণ্ডিবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন, বড় আশ্চর্য্য !

শিখ। পিতা, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, মহারাজ বীরভূষণ মণিপুর-বীরপুরুষদিগকে আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন ভ্যালা লোক বাবা, আচ্ছা অনুধাবন করেচে। আমার বোধ হয়, ভোজনের জায়গা হচ্চে।

সম। মহারাজ কি আমাদিগকে আপন বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন ?

বীর। সম্মানের পাত্রকে কি কেউ অবজ্ঞা করে থাকে ?

বক্কে। বিশেষ ভোজনের সময়।

সম। তবে মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড়-সিংহাসনে অধিরূঢ় হতে সম্মতি দান করুন।

বীর। জীবন থাক্‌তে হবে না।

সম। (তরবারি নিষ্কাশন করিয়া) তবে যুদ্ধ করুন।

বীর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে নাই।

সম। তবে কর্‌বেন কি ?

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা কর্‌ব।

সম। আপনার জামাতা কে ?

বীর। মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র শ্রীমান্‌ শিখণ্ডিবাহন। (মণিপুর-রাজকে আলিঙ্গন) ভাই, তুমি আমার বৈবাহিক, তোমার "কমলেকামিনী" আমার প্রাণাধিকা দুহিতা রণকল্যাণী। শিখণ্ডিবাহন শাস্ত্রমত আমার এবং মহিষীর সম্মতিতে রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করেচেন।

রাজা। ভাই, তুমি আমার সুখের সাগর উচ্ছলিত কল্লে। আমার "কমলেকামিনী" রাজকন্যা, আমার "কমলেকামিনী" ব্রহ্মদেশাধিপতির দুহিতা, আমার "কমলেকামিনী" প্রাণাধিক শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ ? কি আনন্দ ! কি আমোদ ! ভাই, মাকে একবার সভা-

মণ্ডপে আনয়ন কর, পুত্রবধূর পবিত্র মুখ অবলোকন করে জন্ম সফল করি।

সর্ব্বে। আজ আমাদের সুখের পরা কাষ্ঠা;—"কমলেকামিনী" ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা, যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মপত্নী; কি আনন্দের বিষয়! সকল বিগ্রহের এইরূপ সন্ধি হলে, ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না।

বক্কে। এ ত সন্ধি নয়, কলহ-নিমগাছে মিলন-আম্রফল;—না হবে কেন, নিমের গুঁড়িতে জগন্নাথের ভুঁড়ি নির্ম্মিত হয়, যাঁর কল্যাণে উদর-পূরণে জেতের বিচার নাই।

রণকল্যাণী, সুরবালা এবং নীরদকেশীর প্রবেশ।

বীর। ও মা রণকল্যাণী, তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী, বীরকুলপূজনীয় শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার স্বামী, রাজকুল-পূজনীয় মহারাজ মণিপুর-মহীশ্বর তোমার শ্বশুর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরস জাত পুত্র। তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর।

[রণকল্যাণীর প্রণাম।

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ) মা, তুমি আমার রাজলক্ষ্মী। আমার "কমলেকামিনী" আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী। পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করি, তুমি জন্ম-এয়স্ত্রী হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সুখের সময় সকলি সুখময়; বসন্তকালে তরুরাজি সুকোমল পল্লবে বিভূষিত হয়ে নয়নে আনন্দ প্রদান করে; কুসুমরাজি বিকসিত হয়ে পরিমলবিতরণে নাসিকাকে আমোদিত করে; বিহঙ্গমকুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে; স্রোতস্বতী সুবাসিত-স্বচ্ছ-সলিল-দানে তাপিত কলেবর শীতল করে। আজ আমার সৌভাগ্যের বসন্ত-কাল;—বীরকুলকেশরী শিখণ্ডিবাহন আমার পুত্র হলেন, অমিততেজা ব্রহ্মাধিপতির সর্ব্বলোকললামভূতা দুহিতা আমার পুত্রবধূ হলেন, দুর্দ্দম অরাতি ব্রহ্মমহীপতি আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশসঙ্কুল বিগ্রহের বিনিময়ে উন্নতিসাধক সন্ধি।—বৈবাহিক মহাশয়, তুমি ধন্য, তোমা হতেই এ পূর্ণানন্দের উদ্ভব।

শিখ। রণকল্যাণি, ইনি আমার স্নেহময়ী জননী, তুমি যাঁকে দেখ্‌বের জন্যে গোপনে আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে। আমার জননীকে প্রণাম কর।

[ত্রিপুরাঠাকুরাণীকে রণকল্যাণীর প্রণাম।

ত্রিপু। (রণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ্‌ আমার নয়ন সার্থক, আমার শিখণ্ডিবাহনের বউ দেখ্‌লেম। এমন ভুবনমোহন রূপ ত কখন দেখি নি; মা আমার সত্য সত্যই "কমলেকামিনী"।—মা, তুমি শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে রাজসিংহাসনে বস, আমি দেখে চরিতার্থ হই।

রণ। মা, আপনি রাজমাতা, আমি আপনার দাসী; আপুনি রাজধানীতে স্বর্ণসিংহাসনে বসে থাক্‌বেন, আমি রাত্রিদিন আপনার পদসেবা কর্‌ব।

ত্রিপু। মার আমার যেমন রূপ, তেমনি মধুমাখা কথা। শিখণ্ডিবাহন যে আমাকে এমন বউ এনে দেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বাবা শিখণ্ডিবাহন, আজ্‌ আমার জীবন সার্থক হল।

[শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন—শিখণ্ডিবাহনের এবং
রণকল্যাণীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে স্থাপন—
মকরকেতন রাজচ্ছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান—
নেপথ্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও উলুধ্বনি।

শিখ। ভাই মকরকেতন, তুমি রণকল্যাণীর বাম পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন কর।

মক। না দাদা, আমি রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

রণ। ঠাকুরপো, সিংহাসনে এসে বস। (মকরকেতনের সিংহাসনে উপবেশন)—সুরবালা, সুশীলাকে নিয়ে এস।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমর-কেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এ সব পরিচয় আমাকে দিয়েচেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ।

রণ। এস দিদি, সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর।

[সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন—
উলুধ্বনি—পুষ্পবৃষ্টি।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী করবেন না, তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাক্‌তে হবে; কিন্তু আজ্ আমাকে স্বীকার করতে হল আমার কথার অন্যথা হয়েচে; রাজ্ঞী রণ-কল্যাণী সত্যই কবি বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমা সুন্দরী, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; এখন রূপের উপযুক্ত গুণ থাক্‌লেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে।

শিখ। কেন?

বক্কে। জয়দেব-অধ্যয়নে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতীর দাঁতের পাটি প্রস্তুত কর্‌তে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অঙ্গ শীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি?

শিখ। রণকল্যাণী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখ্‌তে পারেন।

বক্কে। সম্বৎসর শিবচতুর্দ্দশী।

শিখ। কেন?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে আড়ি, সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়্তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধূ।

সুর। রণকল্যাণী বামণ ভোজন করাতে বড় ভালবাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা; এমন রাজ্ঞী নইলে রাজ-সিংহাসনে শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী। সুরবালা, তুমিও গুণবতী, নইলে এমন গুণগ্রহণশক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত, কারণ ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর, তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা-পতন)